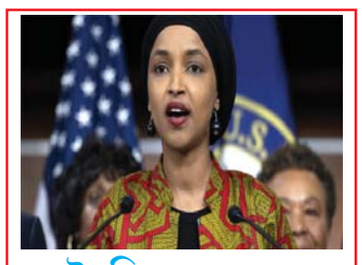

ইহুদিদের ষড়যন্ত্র বিফলে, প্রাইমারিতে জিতলেন ইলহান ওমর

সারে-জমিন

ওড়িশায় বাঙালি শ্রমিক হেনস্থার প্রতিবাদ এ রাজ্যে

রূপসী বাংলা

তমসো মা জ্যোর্তিগময়...

সম্পাদকীয়

বিস্মৃতপ্রায় স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়াকু মসুলিম সৈনিকরা

আজাদি

এএফসিতে প্রথমে এগিয়ে থেকেও হার ইস্টবেঙ্গলের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১৫ আগস্ট, ২০২৪
৩০ শ্রাবণ ১৪৩১
৯ সফর, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 221 ■ Daily APONZONE ■ 15 August 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ e-mail: aponzone@gmail.com

দেশের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজ 'আপনজন'-এর সব বিভাগে ছুটি। তাই শুক্রবার আপনজন-এর কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। শনিবার যথারীতি 'আপনজন' প্রকাশিত হবে।

সিবিআইকে রবিবারের মধ্যেই দোষীকে ফাঁসি দিতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক মহিলা শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় দেশজুড়ে ব্যাপক ক্ষোভ ও বিক্ষোভের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার বলেছেন, তিনি সিবিআই কে সমস্ত সহায়তা করবেন। মঙ্গলবার হাইকোর্ট কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে মামলাটি সিবিআইয়ের কাছে হস্তান্তর করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করলেন যখন তিনি ধর্মঘটে থাকা ডাক্তারদের কাজে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান।

কলকাতা পুলিশের হাত থেকে তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে চলে যাওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বেহালার মেন্টনে প্রাক স্বাধীনতা দিবসের আগের সন্ধ্যায় মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, কলকাতা পুলিশের কাছে প্রমাণ ছিল, যা আমরা এখন সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছি। তিনি বলেন, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে চলবেন, সিবিআইকে সবরকম সহায়তা করবেন। সিবিআইকে এই মামলার হস্তান্তর নিয়ে আমাদের কোনও সমস্যা নেই, কারণ আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর সমাধান হোক। তাই সিবিআইকে রবিবারের মধ্যে দোষীকে ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে। মমতার অভিযোগ, বাংলায় ক্ষমতা দখলের জন্য সিপিএম ও বিজেপি বাংলাদেশের মতো বিক্ষোভ সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, আমাকে যত খুশি গালি দিন, কিন্তু দয়া করে বাংলাকে গালি দেবেন না।

মমতা বলেন, যখন আরজি করের ঘটনাটি ঘটে তখন আমি ঝাড়গ্রাম থেকে ফিরছিলাম। আমার নজরে আসা মাত্রই আমি কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে ফোন করি এবং ঘটনার বিষয়ে খোঁজখবর নিই। তারা আমাকে জানিয়েছিল যে তারা হাসপাতালে উপস্থিত ছিল এবং তার বাবা-মাও সেখানে ছিলেন। আমি তার বাবা-মায়ের সাথে কথা বলেছি। তাদের আশ্বাস দিয়েছি যে পুলিশ মামলাটি তদন্ত করবে এবং অপরাধীদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

আমি তাদের আরও বলেছিলাম যে আমি শীঘ্রই তাদের বাড়িতে যাব। ঘটনার দু'দিন পরে সোমবার আমি তাদের সাথে দেখা করেছি। বলেছিলাম মেয়েটির নামে কিছু করতে ১০ লক্ষ টাকা দিতে চাই। তারা না করে দিয়েছেন। তার বাড়ির লোক আমাকে বলেছেন, আগে বিচার হোক তারপর বলব।

মমতা কলকাতা পুলিশের তদন্তে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, নমুনা সংগ্রহ, তার সৎকার সম্পর্কে পুলিশ প্রতি মিনিটে আপডেট দেয়। এক মাসের সিসিটিভি ফুটেজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি করে ১২ ঘণ্টার মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়। সূত্রের খবর, অতিরিক্ত অধিকর্তা সম্পত মীনার নেতৃত্বে ২৫ সদস্যের সিবিআই দল তদন্তে নেমেছেন। মেডিকেল বোর্ডে পাঁচজন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং এইমসের চিকিৎসকও রয়েছেন।

ময়নাতদন্ত রিপোর্ট: যৌন নির্যাতনের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়

আপনজন ডেস্ক: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের শিকার ওই মহিলা চিকিৎসকের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে শরীরের বিভিন্ন অংশে একাধিক আঘাতের চিহ্নের ইঙ্গিত মিলেছে। তার মৃত্যু 'হত্যাকাণ্ড' এবং 'অ্যান্টিমর্টেম' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে, খুন হওয়ার পর তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে এমন কিছু দাবিকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হত্যাকাণ্ডের আঘাতগুলি যৌন অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত সহ প্রকৃতির অ্যান্টিমর্টেম। মৃত্যুর সময় ভোর ৩টা থেকে ভোর ৫টার মধ্যে হতে পারে বলে জানিয়েছে তারা। নিচের ও উপরের ঠোঁট, নাক, গাল ও নিচের চোয়ালসহ একাধিক বাহ্যিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

তার মাথার খুলির টেম্পোরাল হাড়ে আঘাতের চিহ্ন এবং সামনের অংশে রক্ত জমাট বাঁধার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন ছাত্রী ডা. সুবর্ণা গোস্বামীর দাবি, ডাক্তার পড়ুয়া হত্যা একাধিক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে বলে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ইঙ্গিত মিলেছে।

প্রথম নজর

আইআইসিসির প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী খুরশিদ

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় মুসলমানদের মর্যাদাপূর্ণ সংস্থা ইন্ডিয়া ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের (আইআইসিসি) নির্বাচনে জয়ের পতাকা উত্তোলন করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সালমান খুরশিদ। তিনি কেন্দ্রের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ১১ আগস্ট আইআইসিসিতে প্রেসিডেন্ট সহ বিভিন্ন পদের জন্য ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপরে সালমান খুরশিদ প্রথম থেকেই এগিয়ে ছিলেন যা টানা তিন দিন ধরে চলে । তিনি ৭২১ ভোট পেয়ে বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করেন। পরাজিত হন তার প্রধান বিরোধী প্রার্থী ড. মজিদ আহমেদ। তিনি অবশ্য তৃতীয় হন।

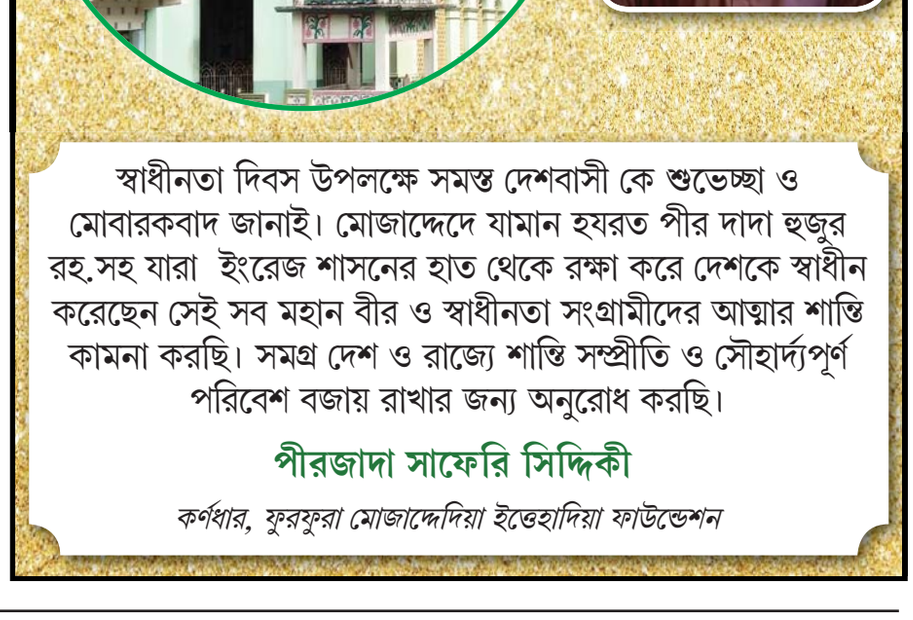

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসী কে শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাই। মোজাদ্দেদে যামান হযরত পীর দাদা হুজুর রহ.সহ যারা ইংরেজ শাসনের হাত থেকে রক্ষা করে দেশকে স্বাধীন করেছেন সেই সব মহান বীর ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। সমগ্র দেশ ও রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী

কর্ণধার, ফুরফুরা মোজাদ্দেদিয়া ইত্তেহাদিয়া ফাউন্ডেশন

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM (3 Years)

কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে

ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

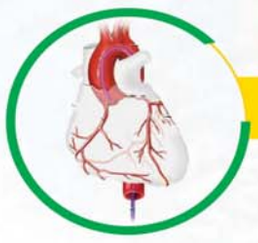

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর

ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত

MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

১৫ আগস্ট ঘিরে বর্ধমানে প্রশাসনের নজরদারি

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ১৫ ই আগস্ট উপলক্ষে প্রতি বছরই মত এ বছরেও বর্ধমান শহরের বিভিন্ন জায়গায় পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে পুলিশ কুকুর নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চেকিং শুরু করলো । কোন জায়গায় কোন কিছু আছে নাকি ১৫ আগস্টে কোনরকম যেন অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্যই প্রতিবছরই এই অভিযান চালানো হয় বর্ধমান জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। বর্ধমান শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যেখানে বড় বড় শোরুম রয়েছে বা মানুষের আনাগোনা বেশি রয়েছে সেই সব জায়গায় এই অভিযান চলে সারাদিনব্যাপী । বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ প্রশাসনের এইরকম তৎপরতায় সাধারণ মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ।

উলুবেড়িয়ায় মিছিল জুনিয়র চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা রাজ্যে।আরজি করের আন্দোলনের সীমাবদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের পাশাপাশি উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেও।উলুবেড়িয়ার কলেজ এবং হাসপাতালে পড়ুয়ারা লাগাতার আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। মঙ্গলবারের পর বুধবারেও ধর্না ও কর্মবিরতি ছিল জুনিয়র ডাক্তারদের।এদিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে হাসপাতালের গেটের সামনে থেকে একটি ধিক্কার মিছিল বের করেন তাঁরা।প্রায় ৩ কিমি পথ পায়ে হেঁটে আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসকের হত্যার বিরুদ্ধে সরব হন চিকিৎসকরা।হাসপাতাল সূত্রের খবর,জুনিয়র চিকিৎসকদের কর্মবিরতিতে পরিষেবা ব্যাহত হয়নি। সিনিয়ার ডাক্তাররা পরিস্থিতি সামাল দেন।

শ্রীরামপুরে প্রতিবাদ সুশীল সমাজের

সেখ আবদুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: শ্রীরামপুর সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের আয়োজনে আর জি কর হাসপাতালে নির্মম ভাবে ছাত্রীহত্যা ও ধর্ষণের র বিরুদ্ধে বিচার চাইল শ্রীরামপুরের নাগরিক সমাজ। দাবি উঠল, গানে কবিতায় কথায় দাবি উঠল প্রকৃতি দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই। সমস্ত কর্মক্ষেত্রে সকলের সুনিশ্চিত নিরাপত্তা চাই। সমস্ত নারী নির্যাতন বন্ধ করার। অনুষ্ঠান শুরু হয় অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী গোস্বামীর রবীন্দ্র গান দিয়ে। কথা বলেন দেবনাথ মুখার্জি, অধ্যাপক দেবাশিষ মল্লিক, সমীর সরকার, শোভনিতা দত্ত, সায়ন ব্যানার্জি, গৌতম সরকার। গান শোনালেন, শিল্পী ঘোষ , গঙ্গোত্রী, কবিতা শোনান, ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস ভট্টাচার্য, অনিলেশ গোস্বামী,সোমদত্তা ঘোষাল।

‘আরজি করের পাশে ভাঙড়’ স্লোগানে ন্যায় বিচার চেয়ে মিছিল

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: ‘আর জি করের পাশে ভাঙড়’ এই শিরোনামে নাগরিক সমাজের পথমিছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ে। বিকাল সাড়ে ৪ টায় পথমিছিল শুরু হয় ভাঙড় থানার সামনে থেকে। বিকাল ৫ টায় ভাঙড় কলেজ মোড়-জাগুলগাছি পঞ্চায়েত মোড়-ভাঙড় হাই স্কুল হয়ে থানার সামনেই শেষ হয় মিছিল। প্রতিবাদ মিছিল মুখরি হয়, ‘পূজোর আগে অসুর বধ ধর্ষক সব নিপাত যাক’, ‘আমার দেশে কেন আমার বোন নিরাপদ নয়’, ‘আমার প্রতিবাদের ভাষা আমার প্রতিবাদের আগুন’, প্রভৃতি শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ডে। মিছিলে অংশগ্রহণ করেন ভাঙড় ১ নম্বর ও ২ নম্বর ব্লকের শিক্ষার্থী-শিক্ষক-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিকব্যক্তিত্ব-সমাজকর্মী-চিকিৎসক সহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ। মিছিল থেকে দাবি তোলা হয় আর জি করের নির্যাতিতার প্রতি ন্যায় বিচার চাই। নির্যাতনকারীর কঠোরতম শাস্তি চাই। এছাড়াও ভাঙড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলোর রাস্তায় সিসি টিভি ক্যামেরা ও স্ট্রিট লাইট লাগানোর দাবি ওঠে প্রশাসন ও পুলিশের কাছে। এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুমন দাস, সমাজ কর্মী ইন্তিয়াজ মোল্লা, শিক্ষক মোমতাজুর রহমান, পড়ুয়া চিকিৎসক লাকি পারভিন, সমাজকর্মী বাপন আহমেদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সানিয়া পারভীন, সমাজ কর্মী সওকাত মোল্লা, কবি মিলন মান্নান, কবি সাইদুল ইসলাম, সমাজকর্মী আরিফ মহম্মদ মালি, শুশ্রুষা কর্মী (নার্স) সুস্মিতা মন্ডল, ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সম্পাদক তানিয়া রহমান প্রমুখ। ভাঙড় থানার পুলিশ মিছিলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। উদ্যোক্তাদের দাবি মিছিলে প্রায় এক হাজার মানুষ হেঁটেছেন।

আর জি কর হাসপাতালের স্পটে সিবিআই টিম, শুরু তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার দুপুরে আরজিকর হাসপাতালে তদন্তে গেল সিবিআই টিম। ওই হাসপাতালে ৬ ’নম্বর গেট দিয়ে তারা গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করে আর জি কর হাসপাতালে। ওই টিমে রয়েছেন সিবিআই অফিসারদের পাশাপাশি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও নিজস্ব ক্যামেরাম্যান। আরজিকর হাসপাতালে যে বিল্ডিং এর চারতলায় সেমিনার হলে নিহত পড়ুয়া তরুণী চিকিৎসকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল সেখানেও তদন্তে যায় সিবিআই। ঋণ সিবিআই টিমের সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। সেমিনার হল সংলগ্ন যে মহিলা চিকিৎসকদের বাথরুমটি সংস্কারের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে মাঝপথে সেই স্পটেও সিবিআই টীম পৌঁছে যায়। সেমিনার হলের বিভিন্ন স্পট থেকে তারা নমুনা সংগ্রহ করে। বিভিন্ন স্পটের ছবি তোলে তারা। এদিন আরজিকর কাণ্ডে কলকাতা পুলিশের হাতে ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায় কে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে সিবিআই এর অপর একটি টিম যায় জোকার ইএসআই হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকদের বিক্ষোভ চলায় তা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো সম্ভব হয় না এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় আলিপুর কমান্ডো হাসপাতালে। কিন্তু সেখানেও সেনাবাহিনীর চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় আদালতের নির্দেশ ছাড়া তারা সঞ্জয় রায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে পারবেন না। এরপর সিবিআই টিম দ্বিতীয় সঞ্জয় রায়কে নিয়ে পৌঁছয় শিয়ালদহ রেল হাসপাতালে।এদিকে ,না জেনে প্রথমে পরিবারকে আত্মহত্যা এটা বলা অন্যায় হয়েছে আমার।আমি ওর বাবা মার সঙ্গে কথা বলিনি, আমি মেয়েটির মুখ দেখতে পারিনি অর্থাৎ দেখার মতো পরিস্থিতিতে ছিলাম না। আমি খবর পাওয়ার পর প্রিন্সিপালকে জানাই। প্রিন্সিপাল বলেন আমি ঢুকছি আমি ঘটনাটি শুনেছি। সেমিনার হলের চাবি, ডাক্তাররাই নেন ।মাঝে মাঝে নার্সিং বিভাগও সেই সেমিনার হল ব্যবহার করেন।চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রধান, অরুনাভ দত্ত চৌধুরী এই মন্তব্য করেন বুধবার দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে। এদিকে বুধবারও আরজি কর হাসপাতাল সহ রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে পড়ুয়া চিকিৎসকদের অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুইয়া আবেদন জানিয়েছেন এবার সিবিআই টিম শহরে এসে পৌঁছেছে তদন্ত শুরু হয়েছে আন্দোলন স্থগিত রেখে পড়ুয়া চিকিৎসকরা কাজে যোগ দিন। কিন্তু বুধবার দুপুরে পড়ুয়া চিকিৎসকরা ইমার্জেন্সির পাশে যে গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন সেই গেট দিয়ে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করেনি সিবিআই এর টিম। তারা ৬ নম্বর গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন। জানা গিয়েছে সিবিআই টিম ওই হাসপাতালে পড়ুয়া চিকিৎসকদের বয়ান রেকর্ড করবেন।

মদ বিরোধী কমিটির বিক্ষোভ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দীঘি

আপনজন: বুধবার মথুরাপুর -২ ব্লক ‘‘মদ বিরোধী নাগরিক কমিটি’’ র উদ্যোগে আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তার ছাত্রীর খুনের ও ধর্ষকদের কঠোরতম শাস্তি, মদ এবং মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করার দাবিতে রায়দিঘী থানা ও রায়দীঘি আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।পরে এই বিক্ষোভ মিছিল ময়রার মহল থেকে কাছারি মোড় হয়ে রায়দিঘীর গোলপার্ক দিয়ে রায়দিঘী ব্রীজে গিয়ে শেষ হয়। এ দিনের এই মিছিলে শতাধিক মা-বোন সহ সাধারণ মানুষ অংশ গ্রহণ করেন । বিক্ষোভ অবস্থান থেকে একটি স্মারক লিপি রায়দিঘী থানার আই সি ও রায়দিঘী আবগারি ইনচার্জ কে দেওয়া হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জেলা পরিষদে শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সফিউজ্জামান সেখ এর নেতৃত্বে, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক সহ সমিতি এডুকেশন অফিসার সহ জেলা সুপারভাইজার সহ শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ কমিটির সদস্য তথা আইনজীবী রাজ্জাক হোসেনের উপস্থিতিতে শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করার হয় জেলা পরিষদের সভা ঘরে। এদিনের সভায় মূলত শিক্ষার মান উন্নয়ন বিষয়ে বেশি আলোচনা করা হয়।

ন্যায় বিচার চেয়ে মিছিল করণদিঘীতে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘী গ্রামীণ হাসপাতাল আর.জি. কর মেডিক্যাল কলেজে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে করণদিঘী গ্রামীণ হাসপাতাল বুধবার মিছিলটি হাসপাতালের সামনে থেকে শুরু হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য ডাক্তার, নার্স এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য, যাতে দোষীদের দ্রুত এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। এই প্রতিবাদ মিছিলের মাধ্যমে করণদিঘী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই বার্তা পৌঁছাতে চায় যে, সমাজে এ ধরনের সহিংসতার কোনো স্থান নেই এবং ন্যায়ের দাবিতে সকলকে একজোট হতে হবে। উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক কৃষ্ণ ঘোষ, সানাউল্লা মিয়া, শুভঙ্কর সরকার, গ্রামীণ হাসপাতালে নার্সের হেড সীমা জানা সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীরা।

বোলপুরে পথে নামলেন নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীরা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর থানার অন্তর্গত বোলপুর মহকুমা হসপিটাল এই হসপিটালে বিভিন্ন ব্লকের মানুষেরা এখানে এসে চিকিৎসা করেন। এমনকি পূর্ব বর্ধমান মুর্শিদাবাদ থেকেও কিছু মানুষ এখানে আসেন চিকিৎসার জন্য। কিন্তু আজ হঠাৎ বহি বিভাগ বন্ধ তার জন্য রোগী এবং রোগীর পরিবারকে হয়রানি স্বীকার হতে হয়। কারণ আর জি করের ঘটনায় ডাক্তার ও নাসরা কর্মবিরতি ডাক দিয়েছেন। আজ দুপুর নাগাদ ডাক্তার নাস ও হসপিটাল এর কর্মীরা একসঙ্গে সমবেত হয়ে হসপিটাল চত্বরে বিক্ষোভ মিছিলে পা মেলালেন। আর জি করের ঘটনা তীব্র নিন্দা করেন ও কঠোরতম শাস্তির দাবি করেন সকলেই। ডাক্তার ,নার্স থেকে শুরু করে সকলের একটাই দাবি নিরাপত্তা চাই কর্মীদের। আর জি করের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ মিছিল হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: বেশ কয়েকদিন থেকে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক কর্তব্যরত চিকিৎসক তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে রাজ্যজুড়ে চলছে চিকিৎসকদের প্রতিবাদের ঝড়। ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি আন্দোলনে শামিল হল হরিহরপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকরা। বুধবার দুপুর একটা নাগাদ মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া হাসপাতাল থেকে গোটা বাজার এলাকা পরিক্রমা করে স্বাস্থ্যকর্মীরা। হরিহরপাড়া ব্লক হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীরা এই মিছিলে অংশ নেন। হাসপাতালে নিরাবতা পলন করে আর জি কর হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ুয়া খুনে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানান। পাশাপাশি মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি জানান হরিহরপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সিনিয়র ভি এইচ এন

কর্ম বিরতি চলছেই বাঁকুড়া মেডিক্যালে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক-পড়ুয়ার উপরে নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় রাজ্যে কর্মবিরতি ডেকেছেন চিকিৎসকরা। এরপরই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় একাধিক হাসপাতালের রেসিডেন্ট। আজ বুধবারও পূর্ব ঘোষণা মত কর্মবিরতি চলবে। কর্মবিরতি প্রত্যাহারের কোনও প্রশ্ন নেই। বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপার ডাঃ সপ্তর্ষী চট্টোপাধ্যায় বলেন, আন্দোলনে কোন ধরণের হস্তক্ষেপ করা হবেনা। একদিকে আন্দোলন চলছে অন্যদিকে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চলছে। দেরীতে হলেও চিকিৎসা পরিষেবা সকলেই পাচ্ছেন বলে তিনি জানান। হাসপাতালে জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতি শুরু হলেও এদিন হাসপাতালের সামন আরজিকরে যে ঘটনা ঘটেছে তার প্রকৃত দোষীদের শাস্তি চায়।

ওড়িশায় বাংলার শ্রমিকদের হেনস্থা করার প্রতিবাদে উত্তপ্ত সামশেরগঞ্জ

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ওড়িশায় বাংলার শ্রমিকদের হেনস্থা করার প্রতিবাদে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের সুতি-সামশেরগঞ্জে। বুধবার সকাল থেকেই সামশেরগঞ্জের বাসুদেবপুর ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে অবরোধে সামিল হন ওড়িশা ফেরত শ্রমিকরা। চলে দফাই দফাই স্লোগান। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে অবরোধ চললেও কোনমতেই অবরোধ উঠাতে চাইছিলেন না আন্দোলনকারীরা। বারবার পুলিশ বোঝাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। যদিও একপর্যায়ে আন্দোলনকারী শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। উড়িষ্যার একটি গাড়িকে ভাঙচুর করেন তারা। শুরু হয় ইট পাটকেল ছুড়াছুড়ি। পাল্টা পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় টিয়ার সেল ফাটাতে বাধ্য হয় পুলিশ। ফারাক্কার এসডিপিও এবং সামশেরগঞ্জ থানা পুলিশের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিকে বিক্ষোভ অবরোধকে কেন্দ্র করে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। আটকে পড়ে বহু লরি থেকে শুরু করে যাত্রীবাহী বাস। শ্রমিকদের আন্দোলনে জখম হয়েছেন একজন পুলিশকর্মী সহ বেশ কয়েকজন। প্রাথমিকভাবে কয়েকজনকে আটক করেছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। শুধু সামশেরগঞ্জেই নয় অন্যদিকে শ্রমিকদের আন্দোলন শুরু হয় মুর্শিদাবাদের সুতির সাজুড়মোর ১২ নম্বর জাতীয় সড়কেও। আন্দোলনের পাশাপাশি পুলিশের সঙ্গে কার্যত উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। জখম হন ট্রাফিক পুলিশের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর মেরাজ আব্দুল সেখ। পুলিশ সূত্রের খবর এদিন সুতির সাজুড়মোর জাতীয় সড়কে আন্দোলন সড়াতে গিয়ে হাত কামড়ে দেই ট্রাফিক পুলিশের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরের বলে জানা যায়। যদিও পরে পুলিশ তা নিয়ন্ত্রণ করে। আপাতত সুতি এবং শামশেরগঞ্জ উভয় জায়গায় জাতীয় সড়কে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে। যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে করা নজরদারিতে রাখা হয়েছে এলাকা।

মালদায় বিশেষ বৈঠক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ডাক্তারি পড়ুয়া ও চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে মালদা জেলা প্রশাসন ভবনে বৈঠক ডাকা হয়। শুক্রবার বৈঠক উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া, পীযুষ সালুঙ্খে, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল পার্থপ্রতিম মুখার্জি সহ জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের আরো অন্যান্য আধিকারিক।

মেমারিতে চালু স্বাস্থ্য পরিষেবা

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: রাজ্যে সমস্ত হাসপাতালে আউটডোর পরিষেবা বন্ধের ডাক দেওয়া হলেও মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে বেলা বারোটা পর্যন্ত আউটডোর পরিষেবা দেওয়া হয়। তারপর হাসপাতাল থেকে চিকিৎসক, নার্স, আশা কর্মীসহ সমস্ত স্বাস্থ্য কর্মীরা মেমারি শহরে একটি মৌন মিছিল বার করে। যথাযথ তদন্ত, দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানানো হয়। মেমারি হাসপাতালে বি এম ও এইচ জানান বেলা বারোটার পর আউটডোর পরিষেবা বন্ধ করা হলেও জরুরী পরিষেবা চালু রাখা আছে।

নেতাজির পৈতৃক বাড়ি সংস্কারের পর রং হল

বাবলু প্রমানিক ● সোনারপুর

আপনজন: ১৫ ই আগষ্ট দেশের স্বাধীনতা দিবস । সাড়ম্বরে গোটা দেশ জুড়ে পালন করা হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা দিবস।কলকাতার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুভাষ গ্রামের কোদালিয়ায় রয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক বাড়ি। এই বাড়ির সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর নানা স্মৃতি জড়িয়ে ও রয়েছে। তিনি একাধিকবার এই বাড়িতে এসেছেন। ইংরেজদের নজর এড়িয়ে এই বাড়ির পুকুর পাড়ে ও বাগানবাড়িতে বসেছিল গুপ্ত সমিতির সভাও তিনি করেছেন। কোদালিয়ায় রয়েছে সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক বাড়ি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাবা জানকীনাথ বসু এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন। আগে বাড়িটির সংস্কারের অভাবে ধুঁকছিল। তবে রাজ্যের বর্তমান সরকার বাড়িটির আমূল সংস্কার ঘটিয়েছে। ঢেলে সাজানোও হয়েছে বাড়িটিকে, তবে আগের আদল রয়েছে অক্ষুন্ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাড়িটিকে হেরিটেজ হিসেবে ও ঘোষণা করেছিলেন। তারপর থেকেই হেরিটেজ কমিশন ও পূর্ত দফতর বাড়িটির সংস্কারে হাত লাগায়।নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু অবশ্য একটানা বেশিদিন এই বাড়িতে থাকেননি। তবে মাঝেমধ্যেই তিনি এখানে আসতেন এবং খুব কাছের কয়েকজন মানুষের সঙ্গে দেখাও করতেন। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কোদালিয়ায় সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক বাড়িটির আমূল সংস্কার করা হয়েছে। এখানেই গড়ে তোলা হয়েছে নেতাজির স্মৃতি বিজড়িত সংগ্রহশালা। সেই সংগ্রহশালায় নেতাজির ব্যবহৃত নানা জিনিস পত্র সংরক্ষিত রয়েছে।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে জোর নিরাপত্তা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: আরজিকর কান্ডে এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতি তথা দেশ উত্তাল।ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবী জানিয়ে এবং হাসপাতালের চিকিৎসক,নার্স সহ অন্যান্য কর্মীদের নিরাপত্তা চেয়ে তীব্রতর আন্দোলন শুরু হয়েছে। সেই আন্দোলনের ঢেউ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো।আরজিকর কান্ডের তদন্ত ভার ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বুধবার দুপুরে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং শহরে অবস্থিত ‘ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল’ এর আভ্যন্তরিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলো ক্যানিং থানার পুলিশ প্রশাসন। উল্লেখ্য গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, জীবনতলা, বারুইপুর, মথুরাপুর, জয়নগর সহ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি,মিনাখাঁ এলাকার হাজার হাজার রোগীরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে প্রতিদিনই আসেন চিকিৎসা পরিষেবার জন্য।

বাম যুবদের প্রতিবাদ

আপনজন ডেস্ক: বুধবার ছাত্র যুব ও মহিলা সংগঠন ডিএসও ডি ওয়াই ও এম এস এস এর উদ্যোগে বাগনান স্টেশনে থেকে শুরু করে একটি বিক্ষোভ মিছিল বাস স্ট্যান্ড থেকে বাগনান থানা পর্যন্ত যায়। ছিলেন জেলা সম্পাদক মোঃ মাসুদ, পিয়ালী কুমার, পম্পা সরকার প্রমুখ।

রাত জাগা

আপনজন: নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকেও "রাত জাগো মেয়েরা" কর্মসূচিতে এক বিশাল মৌন মিছিল বের হয় উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে স্টেশন রোড পর্যন্ত। ছবি-সুরজীৎ আদক।

জেলায় জেলায় প্রতিবাদ

আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবান পুর-১ এবং ২ ব্লকের অন্তর্গত “সাথী ক্লাব” এর পক্ষ থেকে। হাতে মোমবাতি নিয়ে প্রতিবাদ। ছবি: জয়দেব বেরা

আপনজন: কর্মবিরতি ও প্রতিবাদ মিছিল কজলঙ্গী ব্লকের সাদিখান দেয়ার গ্রামীণ হাসপাতালের ডাক্তার নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের। ছবি: সজিবুল ইসলাম।

আপনজন: বুধবার রাত্রি ১১টা থেকে বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড় এলাকায় মশাল হাতে এগিয়ে আসে মহিলাদের মিছিল। দাবি ধর্ষকের শাস্তি চাই।

আপনজন: মেয়েরা রাত্রি দখল করো স্লোগানকে সামনে রেখে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে নিউ টাউন বিশ্ব বাংলা গেটের কাছে বিক্ষোভ।

প্রথম নজর

ক্ষমতাচ্যুত হলেন থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিন

আপনজন ডেস্ক: সংবিধান ভঙ্গের দায়ে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আদালতের এমন রায়ের কারণে আরো রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখে পড়লো থাইল্যান্ড। রায়ে আদালত বলেছেন, থাভিসিন সংবিধান ভঙ্গ করেছেন। এ কারণে তিনি আর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকতে পারবেন না। গত সপ্তাহে দেশটির জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল প্রোগ্রেসিভ মুভ ফরোয়ার্ড পার্টিকে নিষিদ্ধ করেছে একই আদালত। দলটির নেতাদের রাজনীতি থেকে ১০ বছরের জন্য নিষিদ্ধও করা হয়েছে এ রায়ে। আদালতের ৯ বিচারকের মধ্যে পাঁচজন প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিনকে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন। তারা বলেছেন, তিনি জেনেশুনে একজন জেলখাটা আইনজীবীকে সরকারের দায়িত্বে নিয়োগ করে নৈতিকতা ভঙ্গ করেছেন। আদালতের এ রায়ের ফলে ক্ষমতাসীন ফিউ থাইয়ের নেতৃত্বাধীন জোট ফের প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য নতুন প্রার্থী দেবে; যিনি সংসদের ৫০০ সদস্যদের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। গত বছরের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন স্রেথা। এর মাধ্যমে থাইল্যান্ডে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অবসান হয়েছিল। কিন্তু তার ফিউ থাই পার্টিকে সেনাবাহিনীর মনোনিত প্রার্থীদের সঙ্গে জোট করে সরকার গঠন করতে হয়েছিল। স্রেথার বিরুদ্ধে যে অভিযোগে আদালত এই রায় দিয়েছে; এই অভিযোগটি আদালতে করেছিলেন সেনাবাহিনীর নিয়োগকৃত ৪০ জন সিনেটর। পিচিট চুয়েনবান নামের যে আইনজীবীকে সরকারে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার কাছের লোক ছিলেন। পিচিট চুয়েনবান ২০০৮ সালে জমিসংক্রান্ত একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এরপর তাকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জমিসংক্রান্ত মামলাটিতে থাকসিন সিনাওয়াত্রাও জড়িত ছিলেন।

১১ গুণ দামে বিক্রি চার্লসের ছবি সম্বলিত নোট

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের প্রতিকৃতি সম্বলিত মোট ৭৮ হাজার ৪৩০ পাউন্ড মূল্যমানের বেশ কিছু ব্যাংক নোট নিলামে ১১ গুণ বেশি দামে বিক্রি হয়েছে। চার্লসের মা রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর প্রায় দুই বছর পর চলতি বছরের জুনে ৫, ১০, ২০ ও ৫০ পাউন্ডের ওই সব ব্যাংক নোট বাজারে এসেছে। রানির ছবিঅলা পাউন্ড স্টার্লিংয়ের নোটের নকশায় শুধু রাজা তৃতীয় চার্লসের ছবি যুক্ত করা ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। নতুন বাজারে ছাড়া নোটের শুরুর দিকের সিরিয়াল নম্বরগুলোর নিলামে চড়া দাম ওঠে। ১০ পাউন্ড মূল্যমানের এইচবি ০১০০০০০২ নম্বরের নোটটি বিক্রি হয়েছে সর্বোচ্চ দাম ১৭ হাজার পাউন্ডে। এ ছাড়া এক পাতায় ছাপা হওয়া (কাটার আগে) ধারাবাহিক নম্বরের ৫০ পাউন্ডের ৪০টি নোট ২৬ হাজার পাউন্ডে বিক্রি হয়েছে। নোটগুলোর গায়ের ছাপা দাম মাত্র ২০০০ পাউন্ড। এটি ব্রিটিশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের' কোনো নিলামে সর্বোচ্চ দামের রেকর্ড। নিলাম কম্পানি স্পিংক জানিয়েছে, তারা ৭৮ হাজার ৪৩০ পাউন্ড মূল্যের ব্যাংক নোট মোট ৯ লাখ ১৪ হাজার ১২৭ পাউন্ডে বিক্রি করেছে। ব্যাংক নোট সংগ্রাহকরা ০০০০০১ সিরিয়ালের কাছাকাছি নোটের ব্যাপারে আগ্রহ দেখান বেশি। গত জুন মাসে নোটগুলো বাজারে আসার পর ডাকঘর থেকেও সংগ্রাহকরা নোট সংগ্রহ করেছেন। ১৯৬০ সাল থেকে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রতিকৃতি সংবলিত কাগজি মুদ্রা বাজারে ছেড়ে আসছিল।

ইহুদিদের ষড়যন্ত্র বিফলে, প্রাইমারিতে জিতলেন ইলহান ওমর

আপনজন ডেস্ক: ইহুদিদের সব ধরনের ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল করে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারি নির্বাচনে জয় লাভ করেছেন মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ইলহান ওমর।
ইসরাইলের কট্টর সমালোচক এবং প্রতিনিধি পরিষদের প্রগতিশীল সদস্যদের জোট স্কোয়াড-এর সদস্য ইলহান মিনিয়াপলিস-এলাকার পঞ্চম জেলা আসনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ডন স্যামুয়েলসকে হারিয়েছেন। ডন স্যামুয়েলস মিনিয়াপলিস সিটি কাউন্সিলের সাবেক সদস্য। মিনেসোটা সেক্রেটারি অব স্টেটের তথ্য অনুযায়ী, ২১৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ২১৬টি কেন্দ্রের ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৫৬ দশমিক ২ শতাংশে এগিয়ে আছেন ইলহান ওমর। অন্যদিকে স্যামুয়েলস পেয়েছে ৪২ দশমিক ৯ শতাংশ। ৪১ বছর বয়সী ইলহান ওমর মিনিয়াপলিস-এলাকার পঞ্চম জেলা আসনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ডন স্যামুয়েলসকে হারিয়েছেন। ডন স্যামুয়েলস মিনিয়াপলিস সিটি কাউন্সিলের সাবেক সদস্য।
মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) প্রাইমারি নির্বাচনে জয়ের পর মিনিয়াপোলিসে সমর্থকদের সাথে আলাপ করেন ইলহান ওমর। সেখানে তার কথাবার্তা আগামী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনীত প্রার্থী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের নির্বাচনী প্রচারের সাথে অনেকটা সামাঞ্জস্যপূর্ণ।
ইলহান ওমর বলেন, আমরা আনন্দের রাজনীতি করি। কারণ, আমরা জানি প্রতিবেশীর জন্য লড়াই করা আনন্দের। আবাসনের মতো মানবাধিকার নিশ্চিত করা আনন্দদায়ক। স্বাস্থ্যসেবা যেন মানবাধিকার হয়, সে জন্য লড়াই করা আনন্দদায়ক। আমরা জানি একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত বিশ্বে বাস করতে চাওয়া আনন্দদায়ক।

যমজ সন্তানের জন্মসনদ হাতে নিতেই ফিলিস্তিনি বাবা জানলেন সন্তানেরা বেঁচে নেই

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি হামলায় দুই নবজাতক যমজ শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত ওই যমজ শিশুর বয়স মাত্র তিন দিন। ঘটনার সময় তাদের বাবা তাদের জন্ম নিবন্ধন করতে ও জন্মসনদ সংগ্রহ করতে স্থানীয় সরকারি অফিসে ছিলেন।
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার মধ্যাঞ্চলীয় দেইর আল বালাহ এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত ওই যমজ নবজাতকের মধ্যে একজন ছেলে শিশু যার নাম ছিল অ্যাসার ও অন্যজন মেয়ে শিশু যার নাম ছিল আইসেল।
সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, মঙ্গলবার মধ্য গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় নবজাতক যমজ শিশু নিহত হয়েছে। ঘটনার সময় তাদের বাবা তাদের জন্মসনদ সংগ্রহ করতে স্থানীয় সরকারি অফিসে গিয়েছিলেন। গত শনিবার গাজার দেইর আল-বালাহ শহরে জন্ম হয়েছিল ওই জমজ দুই শিশুর। কিন্তু তাদের ভবনে ইসরায়েলি বোমা হামলায় প্রাণ প্রদীপ নিভে যায় দুই নবজাতকের। মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে যায় পরিবারের সব আনন্দ। সন্তান জন্মের আনন্দ উদযাপনের ও সময় পাননি বলে জানান নিহত শিশুদের বাবা আবু আল-কুমসান।
জানা গেছে, ইসরায়েলি হামলায় শুধু দুই সন্তানই নয়, স্ত্রী ও শাশুড়িকেও হারিয়েছেন আবু আল-কুমসান।
মোহাম্মদ এবং তার স্ত্রী জুমানা আরাফা ইসরায়েলি আগ্রাসনের ফলে উত্তর গাজা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন। ইসরায়েলি হামলা এবং সীমিত চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যেই চ্যালেঞ্জিং সিজারিয়ান ডেলিভারির মাধ্যমে মাত্র তিনদিন আগে তারা তাদের যমজ সন্তানকে পৃথিবীতে স্বাগত জানিয়েছিলেন। যমজ শিশুর জন্মের পর তাদের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠেছিল এবং এই দম্পতি তাদের দুই ছোট বাচ্চাকে নিয়ে তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ সাজাতে চেয়েছিলেন। শিশুদের বাবা মোহাম্মদ আবু আল-কুমসান যখন স্থানীয় সরকারি অফিসে ছিলেন তখন তার প্রতিবেশীরা ফোন করে তাকে দেইর আল বালাহ শহরে তার ভবনে বোমা হামলার কথা জানায়। তিনি বলেন, আমি জানি না কি হয়েছে, আমাকে শুধু বলা হয়েছিল যে একটি ক্ষেপণাস্ত্র আমার বাড়িতে আঘাত করেছিল। প্রতিবেশীদের খবর পেয়েই আল-আকসা শহীদ হাসপাতালে ছুটে যান আল-কুমসান। মর্গের বাইরে জড়ো হওয়া তার পরিবারকে শোকে ভেঙে পড়তে দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তার স্ত্রী এবং তাদের নবজাতক যমজ সন্তানও নিহতদের মধ্যে রয়েছেন।
ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, উপত্যকাজুড়ে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১১৫টি শিশু জন্মের পরপরই নিহত হয়েছে। বিবিসি জানিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কাছে এই হামলা সম্পর্কে মন্তব্য জানতে চাওয়া হলেও কোন মন্তব্য করেনি তারা।

বাংলাদেশের দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে চলছে তল্লাশি অভিযান। প্রায় প্রতিটি কক্ষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বাঁশের লাঠি, লোহার পাইপ, রামদা, পেট্রলবোমা, হকিস্টিক, চাকু, তরবারির মতো দেশি অস্ত্র।

ব্রিটেনে দাঙ্গায় হাজারেরও বেশি গ্রেফতার

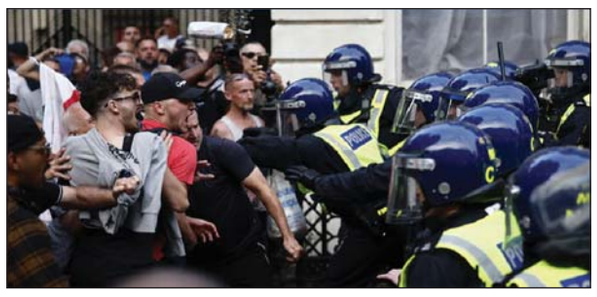

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে তিন শিশুকে হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সহিংসতার পর অন্তত এক হাজারে বেশি গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। বিশেষ করে অভিবাসনপ্রত্যাশী ও মুসলিমদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন স্থাপনায়। জানা গেছে, ওই হামলায় শিশু হত্যার জন্য মুসলিম এক অভিবাসী দায়ী বলে গুজব ছড়ানো হয়। এরপরই শুরু হয় সহিংসতা। চলে বেশ কিছু দিন। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের পাশাপাশি সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে উত্তর আয়ারল্যান্ডেও। কর্তৃপক্ষ এ দাঙ্গায় জড়িতদের চিহ্নিত করার পদক্ষেপ জোরদার করার পর গত সপ্তাহ থেকে সহিংসতা কমতে শুরু করে। অনেককে আটক করে দ্রুত কারাগারে পাঠানো হয়, তাদের মধ্যে অনেককে দীর্ঘ মেয়াদি কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল পুলিশ চিফস কাউন্সিল মঙ্গলবার জানিয়েছে, কয়েকদিন ধরে চলা দাঙ্গায় সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনার পাশাপাশি মুসলিম ও অভিবাসীদের লক্ষ্য করে বর্ণবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে, এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত হাজারেও বেশি দাঙ্গাকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্যে তারা জানায়, পুরো যুক্তরাজ্যজুড়ে ১০২৪ জনকে গ্রেফতার করে এদের মধ্যে ৫৭৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে ৬৯ বছর বয়সী বৃদ্ধ থেকে শুরু করে ১১ বছরের বালক পর্যন্ত আছে। ভাঙচুরের অভিযোগে ওই বৃদ্ধকে লিভারপুল থেকে এবং শিশুটিকে বেলফাস্ট থেকে আটক করা হয়। ৩১ জুলাই বেইসিংস্টোকে শরণার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা একটি হোটেলের প্রবেশপথে ১৩ বছর বয়সী এক কিশোরীকে ঘুষি মারতে ও লাথি দিতে দেখা যায়, পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ওই কিশোরী বেইসিংস্টোক জজ আদালতে সহিংস বিশৃঙ্খলার জন্য নিজের দোষ স্বীকার করেছেন বলে সরকারি আইনজীবীরা জানিয়েছেন। এর আগে শেষবার ২০১১ যুক্তরাজ্যজুড়ে ব্যাপক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল। সেসময় পুলিশের গুলিতে এক কৃষ্ণাঙ্গ নিহত হওয়ার পর বেশ কয়েকদিন ধরে ব্রিটেনের রাস্তাগুলোতে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। দ্রুত ও কঠোর বিচারিক পদক্ষেপের মাধ্যমে ওই দাঙ্গা দমন করা সম্ভব হয়েছিল। তখন কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চার হাজারের মতো মানুষকে গ্রেফতার করা হয়।

যে কারণে বয়কটের মুখে জনপ্রিয় কফি চেইন স্টারবাকস

আপনজন ডেস্ক: প্রায় দুই বছর দায়িত্ব পালনের পর পদত্যাগ করছেন বিশ্বের বৃহত্তম কফি চেইন স্টারবাকসের প্রধান নির্বাহী লক্ষ্মণ নারসিমহা। তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন মেক্সিকান গ্রিল চেইন চিপোটলের প্রধান ব্রায়ান নিকোল। যদিও এ ঘটনার অনেক আগে থেকেই বড় সংকটের মধ্যে রয়েছে স্টারবাকস। বিশ্বজুড়ে বয়কটের মুখে পড়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
টিকটক, এক্স ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে হ্যাশট্যাগ #boycottstarbucks ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। গত মঙ্গলবার স্টারবাকসের পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাহী লক্ষ্মণ নারসিমহার পদত্যাগের বিষয়টি জানানো হয়েছে। এক চিঠিতে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, লক্ষ্মণ নারসিমহা প্রধান নির্বাহীর দায়িত্বে থাকাকালীন স্টারবাকসের বিক্রি কমে গেছে এবং তাদের রীতিমতো লড়াই করতে হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণেই এমন ধসের মুখে পড়েছে এই বৃহত্তম কফি চেইন। গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর চলমান আগ্রাসনের কারণে মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়া আমেরিকান কফি হাউসগুলোকে বয়কট করার আহ্বান আরো জোরালো হচ্ছে। মূলত একটি চিঠির মাধ্যমেই এ পরিস্থিতির সূত্রপাত। ঐ চিঠিতে দাবি করা হয়, স্টারবাকস ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীকে অর্থায়ন করছে। এমন খবরে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে ফিলিস্তিনের প্রতি সহানুভূতি বেশ তীব্র। এছাড়া পশ্চিমা অনেক দেশও এখন ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছে এবং ইসরায়েলকে এই যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানানো হচ্ছে। স্টারবাকস একটি আমেরিকান কোম্পানি এবং যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের কট্টর মিত্র হিসেবে পরিচিত। গাজায় ১০ মাস ধরে চলা অভিযানে ইসরায়েলকে ব্যাপক সামরিক এবং কূটনৈতিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপরই গাজায় পাল্টা আক্রমণ চালায় ইসরায়েল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলে হামলা না করতে পশ্চিমাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ইরানের

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি ইরানে গুপ্তহামলায় হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বাড়ছে যুদ্ধের দামামা। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য হামাস ও ইরান ইসরায়েলকে দায়ী করেছে এবং প্রতিশোধ নেয়ার অঙ্গীকার করেছে। এরইমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা কমাতে আন্তর্জাতিক নানা কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্যে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানকে সামরিক হামলার হুমকি দেওয়া থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তবে জবাবে পেজেশকিয়ান রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে বলেছেন, পাল্টা জবাব দেওয়াটাই অপরাধ বন্ধ করার পথ এবং এই জবাব দেওয়া ইরানের 'আইনগত অধিকার'।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের কানানি বলেছেন, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র জাতীয় নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। স্বীকৃত অধিকার প্রয়োগের জন্য ইরানের কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই।
ইসরায়েল হামাস নেতা হানিয়াকে হত্যার দায় স্বীকার করেনি। তবে ইরানে হামলার হুমকির মুখে তারা সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রেখেছে।
ওদিকে, লেবাননে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর কমান্ডার নিহতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই গোষ্ঠীও ইসরায়েলে হামলা করে পাল্টা জবাব দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই সোমবার সন্ধ্যায়, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি এক যৌথ বিবৃতিতে ইরান ও এর মিত্রদের ইসরায়েলে হামলা চালানো থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। এমন হামলা আঞ্চলিক উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে বলে সতর্ক করে তারা।
পরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সরাসরি ইরানের প্রেসিডেন্টকে ফোন করে ইসরায়েলে তাদের হামলার হুমকি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ২০২১ সালের মার্চের পর ইরানকে যুক্তরাজ্য থেকে সরাসরি এমন ফোনকল এটিই ছিল প্রথম।
ডাউনিং স্ট্রিট জানায়, স্টারমার ফোনে ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানকে বলেন, ভুল হিসাব-নিকাশের মারাত্মক ঝুঁকি আছে। এখন সময় শান্ত থাকার এবং সতর্কভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা করার।
ইসরায়েলে হামলা চালানো থেকে বিরত থাকার জন্য ইরানকে আহ্বান জানিয়ে স্টারমার বলেন, যুদ্ধে কারো স্বার্থ রক্ষা হবে না।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৫ মি.

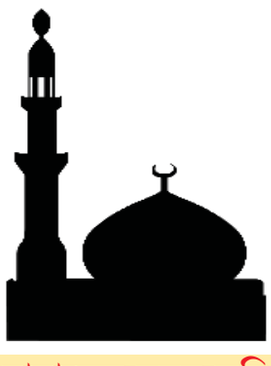

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৯	৫.১৩
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.১৬	
মাগরিব	৬.১৫	
এশা	৭.২৮	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

সিরিয়ায় মার্কিন ঘাঁটিতে ভয়াবহ হামলা

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার পূর্ব দেইর আল-জোর প্রদেশের কনোকো গ্যাসক্ষেত্রে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালানো হয়েছে। মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) রাতে এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম সিনহুয়া নিউজ। সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের তথ্যানুসারে, কনোকো গ্যাসক্ষেত্রের মার্কিন ঘাঁটিতে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। হামলার সময় ঘাঁটি জুড়ে অ্যালার্ম বেজে উঠে। এ সময় গোলাগুলির শব্দ শোনা গেছে।

কুরস্কে অগ্রগতি অব্যাহত রাখার দাবি ইউক্রেনের

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার কুরস্কে ইউক্রেনীয় বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) রাতের নিয়মিত ভিডিও বার্তায় ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এমন দাবি করেছেন। ইউক্রেনের দাবি, গত ২৪ ঘণ্টায় রাশিয়ার এক থেকে তিন কিলোমিটার এলাকা দখলে নিয়েছে তারা।
এক সপ্তাহ আগে হাজারের বেশি ইউক্রেনীয় সেনা রুশ সীমান্ত অতিক্রম করে কুরস্কে ঝটিকা আক্রমণ চালায়। অঞ্চলটিতে ইউক্রেনের সেনা ঢুকে যাওয়া হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ার মাটিতে সবচেয়ে বড় বিদেশি সেনার আক্রমণের ঘটনা।
জানা গেছে, ইউক্রেনীয় বাহিনীর এ অভিযানের ফলে প্রায় দুই লাখ মানুষকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেনীয়দের মোকাবিলায় পাঠাতে হয়েছে রিজার্ভ বাহিনী।
এক ভিডিওবার্তায় প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, সেনাবাহিনী বেশ কয়েকজন রুশ যুদ্ধবন্দিদের আটক করেছে। তাদের বিনিময়ের মাধ্যমে বন্দি ইউক্রেনীয় যোদ্ধাদের মুক্ত করা যেতে পারে। একে একটি সম্প্রসারিত 'বিনিময় তহবিল' হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি।
জেলেনস্কি বলেন, 'কঠিন ও তীব্র যুদ্ধ সত্ত্বেও আমাদের বাহিনী কুরস্ক অঞ্চলে অগ্রসর হচ্ছে এবং আমাদের রাষ্ট্রের 'বিনিময় তহবিল' বাড়ছে। ৭৪টি বসতি ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।'

ইসরায়েলকে আরো দুই হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র দেবে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ ১০ মাসের বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ উপত্যকায় হামলা চালাচ্ছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। যখন যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা চলছে, তখন ফের ইসরায়েলকে অস্ত্র সহায়তার ঘোষণা দিলো যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলকে আরো দুই হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র দেবে যুক্তরাষ্ট্র। এরই মধ্যে এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার গোষ্ঠীর চাপ সত্ত্বেও ইসরায়েলকে অব্যাহত অস্ত্র সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে দেশটি। এতে প্রতিনিয়ত প্রাণ যাচ্ছে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের।
গাজায় গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েল হামলা শুরু করে। এতে এখন পর্যন্ত ৩৯ হাজার ৯২৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৯২ হাজার ২৪০ জন।
ফিলিস্তিনের জাতিসংঘের দূত রিয়াদ মনসুর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের (ইউএনএসসি) জরুরি বৈঠকে বলেছেন, গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের গণহত্যা ও মানবিক বিপর্যয়ের বিষয়ে ইসরায়েল আপনাদের নিন্দাকে পাত্তা দেয় না। জাতিসংঘের মানবিক সংস্থা ইউএনএসসিকে জানিয়েছে, গাজা শহরের একটি স্কুলে সাম্প্রতিক হামলা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ ধরনের হামলা প্রায়ই দেখা যাচ্ছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২২১ সংখ্যা, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩১, ৯ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

খাদ্যনিরাপত্তা

কবি সুকান্ত লিখিয়াছেন-ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। তিনি বলিয়াছেন যে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় কবিতা লেখা যায় না। প্রায় একই কথা বলিয়াছেন মহাকবি কালিদাস। তিনি বলিয়াছেন যে, ঘরে অন্নের চিন্তা থাকিলে কোনো কাজই সফল হয় না। কাহিনিটি এই রকম যে, একদিন কালিদাস রাজসভার উদ্দেশে রওয়ানা হইবেন; এমন সময় গৃহিণী তাহাকে বলিলেন, 'ঘরে তণ্ডুল বাড়ন্ত: আসার সময় তণ্ডুল নিয়ে এসো'; কালিদাস ভাবিতে ভাবিতে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সেই দিন রাজা বিক্রমাদিত্য কয়েকটি সমস্যা সমাধানের জন্য কালিদাসকে দায়িত্ব দেন; তিনি কিন্তু কোনো সমস্যারই সমাধান করিতে পারেন না। বিস্মিত রাজা কালিদাসকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কালিদাস বলেন, 'অন্নচিন্তা চমৎকারা, কাতরে কবিতা কুতঃ।' অর্থাৎ, অন্নচিন্তায় কালিদাস বুদ্ধিহারা।

প্রকৃতপক্ষে, মানুষের সবচাইতে মৌলিক চাহিদা হইল ক্ষুন্নিবৃত্তি। এই জন্য আরো এক দশক পূর্বে জাতিসংঘ লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করিয়াছিল যে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বকে 'ক্ষুধামুক্ত' করা হইবে। দুঃখজনকভাবে, সম্প্রতি জার্মানির কৃষি অর্থনীতিবিদ মার্টিন কাইম বলিয়াছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বকে ক্ষুধামুক্ত করা সম্ভব হইবে না। কৃষি অর্থনীতিবিদদের ৩২তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, এখন সমগ্র বিশ্বে যেই ধরনের অপুষ্টি এবং ক্ষুধা দেখা যাইতেছে, তাহা উন্নয়নকে ধাক্কা দিতেছে। ফলে আগামী ছয় বৎসরের মধ্যে ঐ লক্ষ্য পূরণ করা
প্রায় অসম্ভব।

স্মরণ করা যাইতে পারে, ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সমস্ত সদস্য দেশ ১৭টি ক্ষেত্রে টিকসই উন্নয়নের যে লক্ষ্য (এসডিজি) স্থির করিয়াছিল, তাহার মধ্যে দ্বিতীয়টি হইল ২০৩০ সালের ভিতরে বিশ্বের সমস্ত মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করা। সকল উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশই শামিল হইয়াছে এই কর্মসূচিতে; কিন্তু তথ্য বলিতেছে, গত কয়েক বৎসরে যেইভাবে করোনা মহামারি এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধে ধনী-দরিদ্রের আর্থিক বৈষম্য বাড়িয়াছে তাহাতে মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে বিশ্বকে ক্ষুধামুক্ত করা সম্ভব হইবে না বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাহা ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভূরাজনৈতিক উত্তাপ সমস্যা আরো বাড়াইতেছে বলিয়া মনে করেন অর্থনীতিবিদ কাইম। বিশেষ করিয়া, যেই ভাবে বিশ্বে খাবার তৈরি, বিপণন এবং খাওয়া হয়, গত কয়েক দশকে তাহার বিশাল কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। আর তাহা না হইলে ১৭টি লক্ষ্যের কোনোটিই ছোঁয়া যাইবে না বলিয়া তিনি মনে করেন।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে বিশ্বে প্রতি ৯ জনে এক জন অপুষ্টির শিকার। এই হিসাবে অপুষ্টির শিকার মোট জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৮০ কোটি। এই জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশের বসবাস এশিয়া মহাদেশে। সমগ্র বিশ্বে প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ালেখা করে-এমন প্রায় সাড়ে ছয় কোটি শিশু পেটে ক্ষুধা লইয়া স্কুলে যায়। এই জন্য লক্ষ্য রহিয়াছে, কৃষি উৎপাদন ও কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা। নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, পশু পালনকারী, জেলেদের মতো জনগোষ্ঠীর জন্য ভূমি নিরাপত্তা, শিক্ষা, আর্থিক লেনদেনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার উৎস নিশ্চিত করা। টেকসই কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কৃষি উৎপাদনে পরিবেশের ভারসাম্য নিশ্চিত করে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রতিকূল আবহাওয়া, বন্যা, খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাহাতে ফসল টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহা নিশ্চিত করা। বিশ্ব খাদ্য পণ্যের বাজারে দাম স্থিতিশীল ও ক্রেতার হাতের নাগালের মধ্যে রাখিতে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জাতিসংঘের নিকট আমরা শুনিয়াছি। সংঘাতময় স্থানগুলিতে মানবিক, উন্নয়ন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতিমালাগুলিকে ভুলিলে চলিবে না। সুতরাং এই অবস্থায়, সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু হইতে শুরু করিয়া খাদ্যনিরাপত্তার ঝুঁকিতে থাকা সকল মানুষের ক্ষুধা দূর করিবার বৈশ্বিক অঙ্গীকারে সবাইকে অটল থাকিতে হইবে।

বেশির ভাগ ইসরায়েলের হৃদয় কঠিনতর হয়ে গেছে

আরও একবার, এটা অনিচ্ছাকৃত। আরও একবার, এটা গণহত্যা নয়, কোনোভাবেই তা নয়। হাজার হোক, কতজন হতাহত হলো সেই সংখ্যা দিয়ে নয়; বরং উদ্দেশ্য দিয়ে নির্ধারণ করতে হবে যে কোনো হত্যাযজ্ঞকে গণহত্যা বলা যায় কি না। আর এখানে তো এ রকম কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না।

দুই সপ্তাহ আগে মাজেদাল শামসে যখন হিজবুল্লাহ ১২ জন শিশুকে হত্যা করেছিল, তখন ইসরায়েলজুড়ে রব উঠেছিল, 'গণহত্যা,' 'খুন' ও 'অবর্ণনীয় নৃশংসতা'। অথচ ইসরায়েলের কেউ কি এটা চিন্তা করেছিল যে হিজবুল্লাহ অধিকৃত গোলান মালভূমিতে ১২ জন দ্রুজ শিশুকে হত্যা করতে চেয়েছে? লিখেছেন **গিডিয়ন লেভি।**

আরও একবার, এটা অনিচ্ছাকৃত। আরও একবার, এটা গণহত্যা নয়, কোনোভাবেই তা নয়। হাজার হোক, কতজন হতাহত হলো সেই সংখ্যা দিয়ে নয়; বরং উদ্দেশ্য দিয়ে নির্ধারণ করতে হবে যে কোনো হত্যাযজ্ঞকে গণহত্যা বলা যায় কি না। আর এখানে তো এ রকম কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না।

দুই সপ্তাহ আগে মাজেদাল শামসে যখন হিজবুল্লাহ ১২ জন শিশুকে হত্যা করেছিল, তখন ইসরায়েলজুড়ে রব উঠেছিল, 'গণহত্যা,' 'খুন' ও 'অবর্ণনীয় নৃশংসতা'। অথচ ইসরায়েলের কেউ কি এটা চিন্তা করেছিল যে হিজবুল্লাহ অধিকৃত গোলান মালভূমিতে ১২ জন দ্রুজ শিশুকে হত্যা করতে চেয়েছে? যেখানে হিজবুল্লাহ আছে, সেখানে তো আসলে উদ্দেশ্য কখনোই বিবেচনায় আসবে না। কারণ, তারা সব সময়ই হত্যাকারী। ১২ দ্রুজ শিশু নিহত হয়েছে মানে হিজবুল্লাহ তাদের হত্যা করতে চেয়েছে! ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) ক্ষেত্রে গল্পটা ভিন্ন। তাদের অস্ত্রের পবিত্রতা আছে। এটা খুনি-হত্যাকারী নয়; কিন্তু গত শনিবার গাজা শহরের তাবেইন স্কুলে যে মানুষগুলো নিহত হলেন, তাঁরা তো মাজেদাল শামসে ফুটবল খেলতে যাওয়া শিশুদের মতোই প্রাণ হারালেন; আর এই হত্যাযজ্ঞের দায়ও একই রকম। গত ১০ দিনে আইডিএফ গাজায় আটটি স্কুলে বোমা ফেলেছে এবং প্রতিটি জায়গায় অন্তত দুই অঙ্কের সংখ্যার মানুষ হত্যা করেছে। তবে রেকর্ড তৈরি হয়েছে শনিবার যখন মানুষজন ভোরের প্রার্থনার (ফজরের নামাজ) জন্য স্কুলের আল-জাজিরায় প্রকাশিত ছবিগুলো ভীষণ মর্মান্তিক—কিশোরীরা তাদের মা-বাবার মরদেহের পাশে কান্না করছে, রঙিন সিনথেটিক আবরণে অনেকের দেহের অঙ্গগুলো মুড়ে রাখা হয়েছে। তাঁরা প্রার্থনার জন্য জেগে উঠেছিলেন আর তারপরই নৃশংসভাবে 'জবাই' হয়ে গেলেন। এ যেন সেই বারুখ গোল্ডস্টেইনের হাতে ফিলিস্তিনিদের নিহত হওয়ার মতো হত্যাকাণ্ড যদিও এখানে দ্বিগুণের বেশি নিহত হয়েছেন নিকটবর্তী মসজিদে সমবেত হয়েছিলেন, তখন বোমা ফেলে প্রায় ১০০ জনকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে। এরা অনেকেই ইসরায়েলি হামলায় আগের জায়গা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আর অনেকেই তাঁদের পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যদের হারিয়ে ফেললেন। ইসরায়েলি সৈন্যদের দ্বারা। (১৯৯৪ সালে হেবরনের একটি মসজিদে ঢুকে উগ্রবাদী ইহুদি গোল্ডস্টেইন নির্বিচার গুলি করে অন্তত ২৯ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেন। সে সময় আহত হন ১২৫ জনের বেশি। তবে যাঁরা বেঁচে যান, তাঁরা এই খুনিকে ধরে ফেলেন ও তাঁদের গণপিটুনিতে তিনিও প্রাণ হারান।)

ইসরায়েল তার সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় ও অপরাধমূলক যুদ্ধটা চালাচ্ছে। সম্ভাবনা প্রবল যে এটা থামার আগে সরকার এবং সেনাবাহিনী শেষবারের মতো মরিয়া হয়ে উঠেছে নির্বিচার ও অবাধে যত খুশি হত্যাযজ্ঞ চালানোর জন্য। তাই ১০ দিনে ৮ স্কুলের ঘটনা হেগের আন্তর্জাতিক আদালতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই গণহত্যার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করতে পারে, এমন আইনজ্ঞ তো এখনো জন্ম নেননি।

হামাস-নিয়ন্ত্রিত, সেহেতু তাদের দেওয়া হতাহতের পরিসংখ্যান সঠিক নয় বলে দাবি করাটাও বেদনাদায়ক। ইসরায়েলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তো গোড়া ইহুদিপন্থী শাসক দলের নিয়ন্ত্রণে।

এ ধরনের ইতরামি সহ্য করা অসম্ভব, বিশেষত যখন ১০ দিনের মধ্যে এটি ছিল অষ্টম স্কুল যা বোমা হামলার শিকার হয়েছে।

স্কুলগুলোয় হামাসের কমান্ড সেন্টার ছিল বলে যে দাবি করা হয়েছে, তা মেনে নেওয়া কঠিন। এখন পর্যন্ত সেনাবাহিনী একটি প্রমাণও হাজির করে দেখাতে পারেনি যে তাদের হামলা করা আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর একটিও হামাসের কমান্ড সেন্টার ছিল। (স্কুলগুলো উদ্বাস্তুদের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো।) অবশ্য ইসরায়েলিদের এ নিয়ে কিছু আসে যায় না। তারা সবকিছুরই আগাম সমর্থন দেয়। তাদের কাছে সবকিছুই নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য; কিন্তু তাদের পাশে কেউ আর তা মানতে রাজি নয়।

আর এটা তো বলতেই হবে—যদি সে রকম কোনো 'কমান্ড সেন্টার' (এটা একটা বায়বীয় কথাও বটে) থেকেও থাকে, তার পরও শিশুসহ কয়েক ডজন অসহায়, বিপর্যস্ত ও ভীত মানুষদের হত্যা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কোনোটিতে যখন একজন হামাসের পুলিশ কর্মকর্তা লুকিয়ে থাকেন, তখনো এভাবে গণহারে হত্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

তারপর ১০ দিনে যখন ৮ বার এ রকম হত্যাযজ্ঞ চলে, তখন মনে রাখতে হবে যে এ বিষয়ে পরিষ্কার একটি নীতিতে তা চলছে। আর তা হলো আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অপরাধ নীতি।

ইসরায়েল তার সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় ও অপরাধমূলক যুদ্ধটা চালাচ্ছে। সম্ভাবনা প্রবল যে এটা থামার আগে সরকার এবং সেনাবাহিনী শেষবারের মতো মরিয়া হয়ে উঠেছে নির্বিচার ও অবাধে যত খুশি হত্যাযজ্ঞ চালানোর জন্য। তাই ১০ দিনে ৮ স্কুলের ঘটনা হেগের আন্তর্জাতিক আদালতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই গণহত্যার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করতে পারে, এমন আইনজ্ঞ তো এখনো জন্ম নেননি।

যথারীতি আইডিএফের মুখপাত্র গতানুগতিক বিবৃতি দিয়েছেন, যা দুনিয়ার কেউই বিশ্বাস করছেন না। বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, 'আঘাত হানার আগে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যাতে বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষতির ঝুঁকি কমানো যায়। এসব পদক্ষেপের মধ্যে ছিল নিখুঁত ভেদাস্ত্র, আকাশ থেকে নজরদারি ও আগাম গোয়েন্দা তথ্য।'

আচ্ছা, এতসব স্পর্শকাতর পদক্ষেপ নেওয়ার পরও ১০০ জন মানুষ হত্যার শিকার হয়েছেন! তাহলে চিন্তা করে দেখুন তো এসব পদক্ষেপ না নিলে আরও কত মানুষ নিহত হতেন? গাজার ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যেহেতু ইসরায়েল তার সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় ও অপরাধমূলক যুদ্ধটা চালাচ্ছে। সম্ভাবনা প্রবল যে এটা থামার আগে সরকার এবং সেনাবাহিনী শেষবারের মতো মরিয়া হয়ে উঠেছে নির্বিচার ও অবাধে যত খুশি হত্যাযজ্ঞ চালানোর জন্য। তাই ১০ দিনে ৮ স্কুলের ঘটনা হেগের আন্তর্জাতিক আদালতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই গণহত্যার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করতে পারে, এমন আইনজ্ঞ তো এখনো জন্ম নেননি।

১৯৯৬ সালে লেবাননে অপারেশন 'গ্রেপস অব রাথ' চালানোর সময় আইডিএফ কাফর কানায় একটি জাতিসংঘ আশ্রয়শিবিরে ১০২ জন বাস্তুচ্যুত মানুষকে হত্যা করেছিল। এরপর ইসরায়েল তা অস্বীকারের চেষ্টা করে অজুহাত দেখিয়েছিল। তবে কয়েক দিন পরেই এই অভিযান শেষ করতে হয়েছিল ইসরায়েলকে। শনিবারের হত্যাযজ্ঞ একই ধরনের ফল বয়ে আনবে না, যা আমাদের জন্য ভয়াবহই হবে। ইসরায়েল ইতিমধ্যে একটি ভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র হয়ে গেছে, এর সেনাবাহিনীও ভিন্ন ধরনের। তাদের হৃদয় কঠিনতর হয়ে গেছে, যেমনটা হয়ে আছে বেশির ভাগ ইসরায়েলের।

গিডিয়ন লেভি ইসরায়েলি সাংবাদিক। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎজে প্রকাশিত লেখাটি ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তর

চিরুনির অভাবে চুল কেটে ফেলছে গাজার মেয়েরা

আপনজন ডেস্ক: চিরুনি নেই, তাই চুল আঁচড়াতে পারছে না। গাজার অনেক মেয়ে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ লোবনা আল-আজাইজার কাছে তাদের এই সমস্যা কথা জানালে তিনি তাদের চুল কেটে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন।

গাজার মেয়েদের সামনে সংকট শুধু চিরুনি না থাকা নয়। দীর্ঘ ১০ মাস ধরে গাজায় যুদ্ধ চলছে এবং ভূমধ্যসাগরের পাড়ের ছোট্ট এই উপত্যকা পুরোপুরি অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইসরায়েল। সেখানে সাবান, শ্যাম্পু, স্যানিটারি পণ্য বা বাড়িঘর পরিষ্কার রাখার উপাদান, কিছুই নেই বললেই চলে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃপরিশোধনের ব্যবস্থাও পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। গাদাগাদি ভিড় ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে সেখানে খোসপাঁচড়া বা ছত্রাক সংক্রমণের মতো ছোঁয়াচে রোগ বাড়ছে এবং খুব সহজে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। চিকিৎসক আল-আজাইজা বলেন, 'গত কয়েক মাসে আমরা সবচেয়ে বেশি যে রোগগুলো দেখতে পেয়েছি, সেগুলো হলো ত্বকে ফুসকুড়ি, চর্মরোগ। এসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার অনেক কারণ আছে, যেগুলোর মধ্যে শরণার্থীশিবিরগুলোয় অতিরিক্ত ভিড়, তাঁবুর ভেতর তাপে-গরমে শিশুদের ঘেমে যাওয়া এবং গোসলের জন্য পর্যাপ্ত পানি না পাওয়াও অন্তর্ভুক্ত।' ইসরায়েলি সেনারা গাজার দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার আগে চিকিৎসক আল-আজাইজা বেইৎ লাহিয়ার কামাল আদওয়ান হাসপাতালে কাজ করতেন।

এখন গাজার বেশির ভাগ চিকিৎসকের মতো আল-আজাইজাও অস্থায়ী ব্যবস্থায় রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর নিজের বাড়িটিও ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে।

অল্প কয়েকজনকে নিয়ে আল-আজাইজা তাঁবুর ভেতর একটি অস্থায়ী ক্লিনিক গড়ে তুলেছেন এবং শিশুদের চিকিৎসা দিচ্ছেন। যদিও প্রয়োজনে তাঁকে পুরো পরিবারের চিকিৎসাই দিতে হচ্ছে।

যুদ্ধ শুরুর আগে গাজায় ২৩ লাখ মানুষের বসবাস ছিল, যাঁদের অধিকাংশই এখন উদ্বাস্তু। প্রাণ বাঁচাতে একাধিকবার আশ্রয় পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন অনেকে। গাজার চিকিৎসকেরা চিকিৎসাসেবা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সেখানে ওষুধ এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে।

তমসো মা জ্যোর্তিগময়...

তন্ময় সিংহ

আবার এক স্বাধীনতা দিবসের নতুন ভোরে দাঁড়িয়ে দেশবাসী প্রত্যেক বারের মতো সেই আলোর জন্য অন্তহীন অপেক্ষায়।

লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে প্রত্যেক বছরই যে শুরু হয় বিশ্বের সর্ববৃহৎ গনতন্ত্রের বার্ষিক উদযাপন । এবছর যদিও স্বাধীনতার উদযাপন লালকেল্লায় শুরু হওয়ার আগে থেকেই, পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু হয়ে সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের মাঝরাতে একত্রিত হয়ে তাদের ভয়হীন জীবন যাপনের অধিকারের দাবিতে সরব উপস্থিতি অন্য মাত্রা নিয়েছে। নারী কে দেবী হিসেবে পূজা করে আসা এই ভারতে,গত কয়েক বছরে বিভিন্ন প্রান্তে মহিলারা লাঞ্ছিত হয়েছে , সমাজের বিকৃত মনস্ক পুরুষেরা সেই লাঞ্ছনার জন্য দায়ী হলেও, অনেক সময় প্রভাবশালী তত্ত্ব ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আমাদের লজ্জিত করেছে, স্বাধীনতা খর্ব করেছে। আবার বিশ্বের সর্ববৃহৎ যুবসমাজের দেশের বেশিরভাগ অংশের নীরব থাকা ও মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা আমাদের সমাজের অন্ধকারকে আরো ঘনীভূত করেছে। মনিপুর থেকে শুরু হওয়া যে অন্ধকার গো বলয় উত্তর প্রদেশের হাথরস দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আরজিকর হাসপাতালে চলমান, তা স্বাধীনতার এত বছর পরে লজ্জিত করে আমাদের, এ এক চূড়ান্ত সামাজিক অবক্ষয়, সমাজের নিকষ অন্ধকার।

২০১৯ এর পর থেকে আমরা প্রায় বর্তমান কাল নিয়ে ভাবতে সময় পায়নি, দেখানো হয়েছিল ২০৪৭ সালের রঙিন ভারতের স্বপ্ন। সেই প্রত্যাশার ফানুষ, কখন যেন গোঁত্তা খেয়ে ফিরে এসেছে ২০২৪ এর রুক্ষ বাস্তবে। এ ভারত কোনরকমে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে দিন কাটানো অসম্ভব অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে চলতে থাকা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার দেশ। যেখানে মাত্র এক শতাংশ মানুষের হাতে আছে সারা ভারতের আশি শতাংশ ধন সম্পদ। এ ভারতে গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভগুলো সারা বিশ্বের নিরিখে যেভাবে পিছনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা অনেকটাই আমাদের দরিদ্র মানুষের আরো দরিদ্র হওয়ার সাথেই তুলনীয়। এ ভারতে আজও জাতিভিত্তিক ধর্মভিত্তিক বিভেদ আছে, পিছিয়ে পড়া আছে, আছে সামাজিক আরো বিভিন্ন ব্যাধি সহ নারীর উপর অত্যাচারের ঘটনা। স্বাধীনতা এবং তার পরবর্তীতে ১৯৪৭ এর দেশভাগ এবং দাঙ্গা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাংলা ও পাঞ্জাব। মেয়েদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল সবচেয়ে বেশি, ইজ্জত রাখতে নারী কেই দিতে হয়েছিল সবচেয়ে বেশি বলিদান।

সেই বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ এছাড়াও সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা, যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে সার্বিকভাবে ১৫ ই আগস্ট এলেই তাদের মনে পড়ে যায় বিভাজনের কালো দিনগুলি। ২০২৪ এর আগস্টে দুই বাংলাতেই ঘটে গেছে বা চলমান এক সমাজ বিপ্লব। পড়শী দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ শক্ত হাতে সরকার দমন করতে গিয়ে রক্তাক্ত করছেন তিন শতাধিক। তারপরেও বিদ্রোহ থেমে থাকেনি, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছেন দেশ ছাড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নতুন কার্যকরী সরকার গঠিত হয়েছে নোবেল জয়ী অর্থনীতির বিশেষজ্ঞকে মাথায় রেখে ছাত্রদের প্রতিনিধি নিয়ে। এরই মাঝে অরাজকতার সুযোগে সংখ্যালঘু হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছে। তবে, অপরদিকে হিন্দুদের রক্ষা করতে মুসলিমরাও পাশে দাঁড়িয়েছেন সেই দৃশ্য সামনে এসেছে। লড়াইয়ের মাস আগস্ট, বাংলা ও বাঙালির রক্তাক্ত হওয়ার বারবার ঘটে আগস্টে ই।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে, সমাজের যে বন্ধু হতে পারত, সেরকম একজন আগামীর হবু ডাক্তারকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে ধর্ষণের পর শহর কলকাতার বুকে অন্যতম সেরা হাসপাতাল আরজিকরে। বিভিন্ন মিডিয়া থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী আমরা দেখতে পেলাম অন্ধকার সমাজের প্রশাসনিক স্তরে এখনো গাঢ়, তার সাথে চলমান অসংবেদনশীলতা কর্মক্ষেত্রে প্রকাশ্যে। শহরের অন্যতম ব্যস্ত হাসপাতালে ঘটনা ঘটে যাওয়ার প্রায় সাত থেকে আট ঘন্টা পর বুঝতে পারা যায় এতোবড় একটা নৃশংস ঘটনা ঘটেছে। সহকর্মী থেকে শুরু করে নিরাপত্তা কর্মী সকলের উদাসীনতার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই সার্বিকভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফেও। প্রথমেই আত্মহত্যা বলে বাড়িতে খবর দেওয়া হয়, তারপর বাবা-মাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে মৃত মেয়েকে দেখতে দেওয়া এবং যন্ত্রণাক্লিষ্ট পরিবারের প্রতি সংবেদনশীল না হয়ে ও নিজেদের গাফিলতি কে গুরুত্ব না দিয়ে মৃতার ডিউটি রত অবস্থায় অন্য স্থানে থাকার কারণ জানতে চাওয়া বা ভাসিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন তত্ত্ব, প্রতিষ্ঠানের দোষ ঢাকতে।

তারপরেও চলে আসা নিয়ম মেনেই দোষারোপের পালা, ষড়যন্ত্রের তথ্য, আড়াল করার প্রচেষ্টা, সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন থিওরি ও এই সুযোগে মৃতা ও নৃশংস ঘটনায় বিভিন্ন জনকে অভিযুক্ত করে তথ্য প্রমাণ ছাড়াই চরিত্র হননের চেষ্টা। এরই মাঝে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করে প্রবাসী বিহারী এবং বকলমে হাসপাতালে প্রশাসনের সমস্ত জায়গায় যাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার কে। ঘটনার অভিঘাত ও পারিপার্শ্বিক বিবরণ একাধিক খুনীর উপস্থিত থাকার সম্ভাবনার কথা জানান দেয় । কাউকে আড়াল না করে, ন্যায় বিচারের দাবি ওঠে সর্বত্র। একাধিক খুনি থাকতে পারে বলে মতামত দেন মুখ্যমন্ত্রীও, তিনি পরিবারের পাশে যান ও ন্যায় বিচারের আশ্বাস দেওয়ার পর গঠন করেন "সিট"। এরই মাঝে ন্যায় বিচার চেয়ে কোর্টে লড়াই, মৃতার বাবা মায়েরও ন্যায় বিচারের জন্য কোর্টে যাওয়া এবং আগে বহু ব্যার্থতার থাকার পরেও সিবিআইয়ের হাতেই কোর্টের ভরসা ও আপামর জনসাধারণের ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা।

এরই মাঝে জনজাগরণ। যা ছিল প্রথম দিকে ইন্টার্নদের নিজস্ব আন্দোলন, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ওপিডি ও চিকিৎসা বিভাগ প্রায় অচল করে আগামী দিনের চিকিৎসকদের কর্মবিরতি। সিনিয়র ডাক্তার দিয়ে সারা রাজ্য জুড়ে জরুরী পরিষেবা কোন রকমে চলমান রেখে হবু ডাক্তারেরা রাজপথে সহকর্মীর জন্য সঙ্গত ন্যায় ও কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চেয়ে । ঘোলা জলে মাছ ধরতে আসা কিছু সমাজের বিজ্ঞরা বুঝতে ভুল করেছিল, পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজ বাংলাদেশের ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিবাদ দেখে বর্তমানে সক্রিয়। তাই কোন পঙ্কিলতায় আটকে না থেকে, তথাকথিত কোন রাজনৈতিক দলের ভরসায় না থেকে তথাকথিত কোনো সমাজসেবী অথবা বুদ্ধিজীবী মহলের ভরসায় না থেকে, মৃতা সহ নাগরিকের জন্য হবু ডাক্তারদের এই আন্দোলনের জন্য সহমর্মিতা শহর কলকাতার সর্বত্র ।

রাজধানীতে আটকে না থেকে, ন্যায় বিচার চেয়ে ও রাতের নিরাপত্তা চেয়ে এই জনজাগরণ ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র। অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া আগামীর ডাক্তার "তিলোত্তমা" হয়তো তার জীবন দিয়েই উৎসারিত করছে নতুন এক আলো। অন্ধকার কেটে গিয়ে আগামীর বার্তা নিয়ে আসবে যে আলো। নতুন করে মানুষের উপর ভরসা করার, সমাজের উপর ভরসা করার, সমাজের সমস্ত প্রতিষ্ঠান গুলির উপর বিশ্বাস করার ভরসা জোগাবে এই আলো। দূর করবে সমাজের সর্বত্র জমে থাকা অন্ধকার, নিরাপদে রাতের দখল নেবে মেয়েরা। মাতৃশক্তির আরাধনায় বিশ্বকে মাতিয়ে রাখা বাঙালি অবাক হয়ে বিশ্বকে দেখাবে , মাতৃশক্তির নব অকালবোধন। দিকে দিকে ধ্বনিত হবে :
"অসতো মা সদগময়া,
তমসো মা জ্যোতির্গময়"

প্রথম নজর

খয়রাশোলে কন্যাশ্রী দিবস পালিত সাড়ম্বরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন:আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পায় এই "কন্যাশ্রী"-প্রকল্প। প্রতি বছর ১৪ ই আগস্ট দিনটি কন্যাশ্রী দিবস হিসেবে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। এবছর কন্যাশ্রী র একাদশ বর্ষ উদযাপিত হয় ব্লক, জেলা ও রাজ্যস্তরে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।সেরূপ খয়রাশোল ব্লক ও সিনি নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে নাকড়াকোন্দা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে ব্লক এলাকার সমস্ত বিদ্যালয় থেকে আগত কন্যাশ্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কম বয়সে বিয়ে বিষয়ক বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সকল কন্যাশ্রী উচ্চশিক্ষার উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠুক। আগামীর লক্ষ্যে এগিয়ে চলুক বাংলার কন্যাশ্রী। কন্যাশ্রী প্রকল্পকে আরো সংপৃক্ত করতে হবে। শুধু কথা বা বক্তব্য দিয়ে নয়, কাজ করে দেখাতে হবে। কন্যাশ্রীর সুফল পৌঁছে দেওয়া। সাথে মিডডে মিল, মানসিক স্বাস্থ্য, বয়সন্ধিকালীন কৌতূহল নিরসন ঘটানো সর্বপরি সঠিক পথে চালানো হচ্ছে আমাদের কাজ বলে মঞ্চে উপস্থিত অতিথিগন বক্তব্যের মাধ্যমে কথাগুলো ব্যাক্ত করেন। উপস্থিত ছিলেন খয়রাশোল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ড. সৌমেন্দু গাঙ্গুলী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীমা ধীবর, লোকপুর থানার এএসআই ইন্দ্রজিৎ রায়, ব্লক পিএইচ এন সৌমি কর, সমাজসেবী কাঞ্চন দে সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্বাস্থ্য কর্মীগণ।

হাসপাতালে কর্মবিরতির মধ্যেও মানবিক মুখ ডাক্তার ও নার্সদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: আরজিকর কাণ্ডে দেশজুড়ে চিকিৎসকদের কর্মবিরতি দ্বিধা বিভক্ত রাজ্যের এক অংশের জেলা হাসপাতাল কর্মবিরতি মানছে না রাজ্যের জেলার একাংশ হাসপাতাল। ভিন্নমত চিকিৎসক ও নার্সদের।মানবিক মুখ চিকিৎসক ও নার্সদের। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা সীমান্ত থেকে সুন্দরবনে প্রায় ১০,টি ব্লকের প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ এর উপর নির্ভরশীল তাদের কথা চিন্তা করে মুমূর্ষু ব্যধিতে আক্রান্ত রোগীরা যাতে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগ খোলা রয়েছে সকাল থেকে ।সেই ছবি দেখা গেল বসিরহাট জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন বহিরবিভাগের বাইরে লম্বা লাইন। প্রান্তিক মানুষেরা এই হাসপাতালে বিভিন্ন চিকিৎসা পায়। পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধও পায়। সেই কথা মাথায় রেখে নার্স ও চিকিৎসক বিভিন্ন দপ্তরের স্বাস্থ্য কর্মী থেকে শুরু করে হাসপাতালে যেসব বিনামূল্যে সরকারি পরীক্ষায় যুক্ত পরীক্ষকরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল খোলা থাকবে। রোগীদের দিবা রাত্র পরিষেবা দেবে ।এই পরিষেবা পেয়ে রীতিমতো খুশি সাধারণ রোগী থেকে মুমূর্ষ রোগীরা। তারা ধন্যবাদ দিচ্ছে হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্স ও অন্যান্য দপ্তরের কর্মীদের। এদিকে,আরজি করের ঘটনায় বারাসতে মৌন মিছিল করল বারাসত আদালতে মহিলা আইনজীবীরা।
আরজি করের চিকিৎসকের মৃত্যুতে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। বুধবার দুপুর একটা সময় বারাসত আদালতে মহিলা আইনজীবীরা দোষীদের গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে বারাসত আদালত চত্বরে এক মৌন মিছিলে আয়োজন করে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বারাসত আদালতের সিনিয়র এবং জুনিয়র মহিলা আইনজীবীরা। অন্যদিকে,রোগীর পরিবার পরিজনদেরও তাদের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান চিকিৎসকদের।'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না' উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তরফে এমন ব্যানার লাগিয়ে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। সাময়িক তারা কর্মবিরতি পালন করে।

কন্যাশ্রী দিবস বোলপুর গার্লস হাই স্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ১৪ই আগস্ট কন্যাশ্রী দিবস পালিত হয়। এদিন মেয়েদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। প্রসঙ্গত সেই সঙ্গে আর জি কর হাসপাতাল কাণ্ডে তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানান স্কুল শিক্ষিকারা। তাই আজ আরজি কর কাণ্ডে বোলপুরে পথে নামলো শতাব্দি প্রাচীন বোলপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। বোলপুর শহরে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রতিবাদ মিছিল করে নিরাপত্তা চাই ও সুরক্ষা চাই এই দাবীতে। বনের দাবানলের আগুনের মতো হু হু করে ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিবাদের ভাষা। আর জি কর কাণ্ড নিয়ে এবার বোলপুর শহরে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রতিবাদ মিছিল করলো। বোলপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে পড়ুয়ারা মিছিল বের করে।

আরজি কর নিয়ে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আর জি করের ঘটনা এবার আন্তর্জাতিক শহর বোলপুরে। আজ সকাল থেকে বোলপুর কংগ্রেস কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় এবং ওই মিছিলটি চিত্রা মোড়ে শেষ হয়। কংগ্রেস কর্মীরা একত্রিত হয়ে এই মিছিলে সামিল হয়েছিলেন । বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সভা পতি মিল্টন রশিদের নেতৃত্বে হয়। চিত্রা মোড়ে অল্প সময়ের জন্য পথ অবরোধ করেন এবং রাস্তায় শুয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মিল্টন রশিদ। আর জি কর হাসপাতালে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেন। কংগ্রেস কর্মীরা, মুখে কালি মেখে আরজিকরের ঘটনা তীব্র প্রতিবাদ করেন। দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবিতে এই বিক্ষোভ মিছিল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কলসুর উচ্চবিদ্যালয়ে রক্তদান শিবির

মনিরুজ্জামান ● বারাসাত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী কলসুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে বুধবার এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।৭৫ বছরের গৌরব ঋদ্ধ ইতিহাসের সামনে নতুন পুরাতনের মিলনায়োজনে নিবেদিত এই রক্তদান শিবিরে ৫২ জন রক্তদান করেন।এই রক্তদাতাদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক,প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা,শিক্ষক অশিক্ষক কর্মী।এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প,বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,প্রধান শিক্ষক বরুণ কান্তি বালা, গফফার আলি মোল্লা, দ্যুতিরঞ্জন গাইন, পরিচালন সমিতির সভাপতি ইছানুর মন্ডল সহ বিশিষ্টজনেরা।

কৃতি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রতিবাদ ডাক্তার খুনের

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে বারুইপুর পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি দ্বারা আয়োজিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান ব্যানার্জি, যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সায়নী ঘোষ, বারুইপুর পৌরসভার উপ পৌর প্রধান গৌতম কুমার দাস সহ একাধিক কাউন্সিলর.
আর জি কর কান্ড নিয়ে সাংসদ সায়নী ঘোষ বলেন, একটা দুর্ভাগ্য জনক ঘটনা ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এখন সিবি আই নিয়েছে কেস, আমরা চাই কঠোর তম শাস্তি হোক, আইন যেন ঠিক থাকে। এর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক রূপ যাতে না দেওয়া হয়। বিচার প্রক্রিয়া যেন দীর্ঘ সময় না হয়।। এছাড়া রাতে মহিলাদের প্রতিবাদ নিয়ে বলেন, এই রাজ্য সহ কলকাতায় এ মহিলারা সুরক্ষিত। সাবধানে থাকেন।

মুর্শিদাবাদে প্রশাসনের উদ্যোগে কন্যাশ্রী দিবস

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: কন্যাশ্রী দিবস উদযাপন হলো মুর্শিদাবাদ জেলায়। বুধবার লালবাগ সেমিনার হল উদ্বোধনের পর সেখানেই হয় কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৫ জন সেরা কন্যাশ্রী যোদ্ধার হাতে পুষ্পস্তবক, শংসাপত্র ও কন্যাশ্রী কাপ তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাদের অ্যাকাউন্টে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়ার কৃত্রিম চেক তুলে দেওয়া হয়।
কন্যাশ্রী যোদ্ধারা হলো লালবাগ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র গার্লস স্কুলের তিতাস দাস ও অরুন্ধতী চক্রবর্তী, লালগোলার শৈলজা মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুলের ইয়াসমিন খাতুন, বহরমপুর গার্লস মহাকালী পাঠশালার দিশারী দাস, লালবাগ কুতুবপুর নব আদর্শ হাই স্কুলের জ্যোতি দাস।
কন্যাশ্রী প্রকল্পে ১০০ শতাংশ সফল প্রথম তিনে যেসব বিদ্যালয় আছে সেগুলি হলো যথাক্রমে, প্রথমঃ সুতি-২ ব্লকের অর্জুনপুর হাই স্কুল, দ্বিতীয়ঃ সামসেরগঞ্জের চাচন্ডা বাসুদেবপুর জালাদীপুর হাই স্কুল, তৃতীয়ঃ সামশেরগঞ্জের হাউজ নগর হাই মাদ্রাসা।
একইভাবে প্রথম তিনে থাকা কলেজ গুলি হল যথাক্রমে, প্রথমঃ জঙ্গিপুর কলেজ, দ্বিতীয়ঃ লালবাগ সুভাষচন্দ্র বোস সেন্টিনারি কলেজ, তৃতীয়ঃ বেলডাঙ্গার সেওনারায়ন রামেশ্বর ফতেপুর কলেজ। প্রথম তিনে থাকা প্রতিটি বিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে শংসাপত্র ও উপহার তুলে দেয় জেলা প্রশাসন। জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ ড. প্রার্থীতা বিশ্বাস বলেন, 'এর আগেও আমাদের কলেজ কন্যাশ্রী প্রকল্পে জেলার সেরা নির্বাচিত হয়েছে, এবার প্রথম হওয়ায় আমরা অন্তত্য আনন্দিত।' লালবাগ সুভাষ চন্দ্র বোস সেন্টিনারি কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুপম মুখার্জি বলেন, 'কন্যাশ্রীর আবেদনের ১০০ শতাংশ গ্রহণ সফল হওয়ায় ছাত্রী সংখ্যার নিরিখে আমাদের কলেজ দ্বিতীয় স্থানে আছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরস্কার পেয়ে আমরা খুশি হয়েছি।' জেলা প্রশাসনিক ব্যক্তিদের বক্তব্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এদিন।

ডাল চাল দিয়ে তৈরি হল ভারতের ম্যাপ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ১৫ আগস্ট ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে এবার দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র নিজের হাতে তৈরি করলো মসুর ডাল চাল সহ বিভিন্ন সামগ্রিক দিয়ে ভারতের ম্যাপ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ নাম অর্জন করেছে অজয় বিশ্বাস নামে এক যুবক।এই যুবক বাড়িতে গাছে, কখনো থিডি ছবি কখনো বিভিন্ন গায়ক গায়িকা সহ বিভিন্ন নামিদাম ব্যক্তিদের ছবি এঁকে নাম অর্জন করেছে। এবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মসুর ডাল ও চাল দিয়ে ভারতের ম্যাপ তৈরি করে টাক লাগিয়েছে হবিবপুর ব্লকের আইব অঞ্চলের বক্সীনগর এলাকার অজয় বিশ্বাস নামের যুবক।যদিও তার ইচ্ছে ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকা সেই ছবি আঁকাকে আঁকড়ে ধরে আগামী দিনে বড় হতে চাইছে অজয় তেমনি আবাস মিলল তার মধ্যে।

প্রকাশ্যে রাস্তার উপর প্রৌঢ়কে এলোপাথাড়ি কোপ যুবকের, চাঞ্চল্য

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: প্রকাশ্যে রাস্তার মধ্যে প্রৌঢ়কে এলোপাথাড়ি কোপ যুবকের। যা ঘিরে বুধবার সাত সকালেই বড়ঞা থানার কুলি মোড় সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। আক্রান্ত প্রৌঢ়র নাম সেলিবারি মির্জা। তাঁর বাড়ি স্থানীয় কুমরাই গ্রামে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরাও কুমরাই গ্রামের বাসিন্দা। একটি জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই এই হামলা বলে দাবি। পরে ঘটনাস্থলে বড়ঞা থানার পুলিস পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। পুলিস একজনকে আটক করেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় তিনতালগাছ এলাকায় একটি দেড়বিঘা বির্তকিত জমি ঘিরে কুমরাই গ্রামের সেলিমবারি ও মোজাহার মির্জর সঙ্গে বহু বছরের বিবাদ। বির্তকিত ওই জমির দখল নেওয়ার জন্য দুইপক্ষই কান্দি আদালতে মামলা করেছেন। মামলাটি এখনও বিচারাধিন অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু দুই প্রতিবেশির মধ্যে প্রায় দিনই এনিয়ে ঝামেলা বেধে যায়। যা এদিন কুলি মোড়ে প্রকাশ্যে ঘটল।
প্রত্যাদর্শিরা জানিয়েছেন, এদিন সকাল ১০টা নাগাদ ওই মোড়ের নবগ্রাম সবজি হাট সংলগ্ন রাস্তায়। মোজাহার ও সেলিমবারির মধ্যে চায়ের দোকানে ঝামেলা চলছিল। অনেকটা সময় ধরেই দুইজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা চলছিল। এই ঝামেলার খবর কোনভাবে পৌঁছে যায় মোজাহার মির্জার ছেলের কানে। এরপর অভিযুক্তর এক ছেলে সোজা বাইক নিয়ে এসে ওই চায়ের দোকানে হাজির হয়। পরে বাইকে রাখা ঝোলা থেকে একটি বড় ঝাঁপা জাতীয় ধারালঅস্ত্র নিয়ে সেলিমবারির উপর চড়াও হয়। এলোপাথারী কোপন হয় তাঁকে। ফলে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। এরপর বাবা ও ছেলে ওই বাইকে চড়েই পালিয়ে যায়। পরে সেখানে পুলিস পৌঁছে আক্রান্ত প্রৌএরপর বাবা ও ছেলে ওই বাইকে চড়েই পালিয়ে যায়।
পরে সেখানে পুলিস পৌঁছে আক্রান্ত প্রৌঢ়কে উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে আশঙ্কাজনক হাওয়াই বহরমপুর মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। অবস্থায় চিকিৎসা চলছে তাঁর।

শিমুলতলা হাই মাদ্রাসায় কন্যাশ্রী দিবস

আপনজন ডেস্ক: বুধবার শিমুলতলা হাই মাদ্রাসায় পালিত হলো কন্যাশ্রী দিবস। কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে মাদ্রাসার কন্যাশ্রী ক্লাবের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের হাতের তৈরি বিভিন্ন কাজের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল সাথে SAFE DRIVE SAVE LIFE, SAVE WATER, CHILD MARRIAGE, DENGUE প্রতিরোধ বিষয়ক Rally এর আয়োজন করা হয়েছিল। যারা যারা ২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষে কন্যাশ্রী পুরস্কার পাবে তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রতিভা অনুসারে হাতের কাজ জমা দিয়েছিল, সেই সমস্ত হাতের কাজেরই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল উক্ত মাদ্রাসার কন্যাশ্রী ক্লাব।

দঃ দিনাজপুর জেলায় পালিত 'কন্যাশ্রী দিবস'

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: গোটা রাজ্যের সাথে বুধবার দক্ষিন দিনাজপুর জেলা জুরে পালিত হল 'কন্যাশ্রী দিবস'। এই উপলক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়েছিল।
তবে জেলা পর্যায়ের মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বালুছায়া ভবনে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন, জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, সহকারি সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার, অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) ড: হারিশ রশিদ, মহকুমা শাসক (সদর) সুব্রত কুমার বর্মন, কন্যাশ্রী প্রকল্পের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রজেক্ট ম্যানেজার কাশিফ সাবির।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক ও বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতাভুক্ত ছাত্রীরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন উপস্থিত আধিকারিক ও বিশিষ্টজনের।

ইমার্জেন্সি বিভাগ চালু রেখে প্রতিবাদ বিক্ষোভ

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: আর জি করের জুনিয়র চিকিৎসকের শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে, আর সেই খুনের খুনিকে গ্রেফতারের দাবী তুলে শাস্তির দাবি তুলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে স্বাস্থ্য কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ গর্জে উঠেছে। যারা এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত অবিলম্বে তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে সুরক্ষা দিতে হবে চিকিৎসকদের স্বাস্থ্যকর্মীদের আশা কর্মীদের নার্সদের। সেই দাবি নিয়ে বুধবার দিন
ডায়মন হারবার এক নম্বর ব্লক এবং দু'নম্বর ব্লকের আশা কর্মী চিকিৎসক নার্স,স্বাস্থ্যকর্মীরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিলের পাশাপাশি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অবস্থান বিক্ষোভ করে, আর জি করের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে স্বাস্থ্য কর্মীরা। স্বাস্থ্য কর্মীদের দাবি প্রতিটি হাসপাতালে নিরাপত্তা রক্ষী, সিসি ক্যামেরা ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সময় চিকিৎসা করতে গিয়ে চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর হেনস্তা করে। সেইসব কারণে সুরক্ষার দাবি তুলে এই বিক্ষোভ সমাবেশ ডাক্তার বাঁচলে রোগী বাঁচবে। এই স্লোগান নিয়ে আরজিকরের জুনিয়র চিকিৎসকের মৃত্যুর প্রতিবাদ তুলে দোষীদের শাস্তির দাবি তোলে
স্বাস্থ্যকর্মীরা বলেন এই ঘটনাকে ধামাচাপার দেওয়ার চেষ্টা করছে বা প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করছে অবিলম্বে তাদেরও শাস্তি দেওয়া উচিত। বুধবার দিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অধিক অংশ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইনডোর খোলা থাকলেও আউটডোর বন্ধ ছিল। দূর-দূরান্ত থেকে রোগীরা এসে চিকিৎসা না পেয়ে চলে যেতে হয়। তবে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কিছুটা হলেও সিনিয়র চিকিৎসকরা সাধারণ মানুষের চিকিৎসা দেয়।

পথ চলতিদের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিল বিএসএফ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: ১৫ ই আগস্ট উপলক্ষে বিএসএফ জওয়ানদের অভিনব উদ্যোগ,পথ চলতি মানুষের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন বিএসএফ জওয়ানেরা। রাত পোহালেই স্বাধীনতা দিবস,দেশের বীর সন্তানরা তাদের জীবনকে বলিদান দিয়ে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন।মূলত তাদেরকে সম্মান জানাতে বুধবার পথে নামলো বিএসএফ।কৃষ্ণনগর সীমানগর হেড ক্যাম্পের বিএসএফের পক্ষ থেকে ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে পথে নামে।রাস্তার প্রতিটি নাগরিককে ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে দেন। বিএসএফের তরফে জানানো হয়, যে সমস্ত ভারতের বীর সন্তানরা তাদের জীবন বলিদান দিয়ে ভারতকে স্বাধীন করেছেন মূলত তাদেরকে সম্মান জানানোই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। যাতে বিরোধী দেশগুলো বুঝতে পারে ভারতবর্ষের মানুষ শ্রদ্ধাশীল।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঘুনী স্কুলে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নিউটাউন

আপনজন: মাস কয়েক আগেই স্কুলের ৭৫তম বছরের প্লাটিনাম জয়ন্তী পালন হয়েছে৷ বুধবার নিউটাউন শহর ঘেঁষা সেই ঘুনী প্রাইমারি বিদ্যালয়ে প্রাক্ স্বাধীনতা দিবস উৎযাপন হলা সেই অংশে প্রাথমিক কচিকাঁচারা স্কুল চত্বরে হরেক রকমের ফলের গাছ লাগালা সবুজায়নের লক্ষ্যে এলাকাবাসীদের আম, জাম, কাঠাল সহ নানা প্রকার চারা ফলের গাছ বিলি করলেন স্কুল কর্তৃপক্ষা একটি প্রাইমারি স্কুলের পড়ুয়াদের বিরাট সামাজিক আয়োজনকে উৎসাহিত করতে কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, রাজারহাট ব্লকের বিডিও গোলাম গোসল আজম সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা৷ ঘুনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তৃণমূল নেতা আফতাব উদ্দিন বলেন, "বৃক্ষ রোপন, চারা গাছ বিতরণ, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়া জেলার অন্যতম প্রাইমারি বিদ্যালয় হিসেবে সম্প্রতি আমাদের স্কুলের শুভ কামনা জানিয়েছে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও"। বিদ্যালয়ের দু'দিনের এই কর্মসূচিতে বৃহস্পতিবার স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে খুদে পড়ুয়ারাও অংশ নেবে।

জেলা কংগ্রেসের যুব সম্মেলন কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: বুধবার কোচবিহার জেলা যুব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুকমল বর্মন এর নেতৃত্বে সাংগঠনিক জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার, দিনহাটা, কোচবিহার। উক্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির রাজ্যের সহকারী পর্যবেক্ষক আইনজীবি রাখু দাস, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র আসিফ খান, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর সাহা সহ জেলা,ব্লক ও বিধানসভা যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব। সাংগঠনিক সম্মেলন শেষে আর. জি.কর মেডিকেল কলেজে পাঠরত ডাক্তারি পুড়ুয়া মৌমিতা দেবনাথ কে ধর্ষণ ও নৃশংস খুনের বিচারের দাবীতে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে ধিক্কার মিছিল সংগঠিত হলো কোচবিহার জেলা যুব কংগ্রেস কমিটির তরফে। কর্মসূচী শেষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র আসিফ খান বললেন। আর.জি. কর কান্ডে যে বা যারা যুক্ত এবং যাদের মদত রয়েছে তাদের আইন মোতাবেক শাস্তি হিসেবে ফাঁসি দেওয়া হয় তার জন্য আমাদের এই প্রতিবাদ মিছিল। অন্যথায় সারা রাজ্য জুড়ে যুব কংগ্রেস প্রতিবাদে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

বিস্ফোরক সহ সুতিতে ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: এক কুইন্টাল দশ কেজি বিস্ফোরক সহ মুর্শিদাবাদের সুতিতে গ্রেপ্তার এক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে সুতি থানার মোমিনপাড়া যোগমায়া ট্রান্সপোর্টে একটি লড়িতে তল্লাশি চালাই বেরিয়ে আসে এক কুইন্টাল দশ কেজি বিস্ফোরক ঘটনা স্থলে একজনকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ওই ব্যক্তির নাম রাজু শেখ। তার বাড়ি সুতি থানার নতুন চাঁদরা গ্রামে। তাকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিস্ফোরক বোঝাই ট্রাক। বুধবার ধৃতকে আদালতে পাঠানো হয়। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে এসটিএফ ও সুতি থানার পুলিশ।

আপনজন: মঙ্গলবার বোলপুরের রবীন্দ্রসদনে "স্মার্ট পঞ্চায়েত" বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায়, বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ।

অহিংসার পূজারী গান্ধীজি আজও সমান প্রাসঙ্গিক

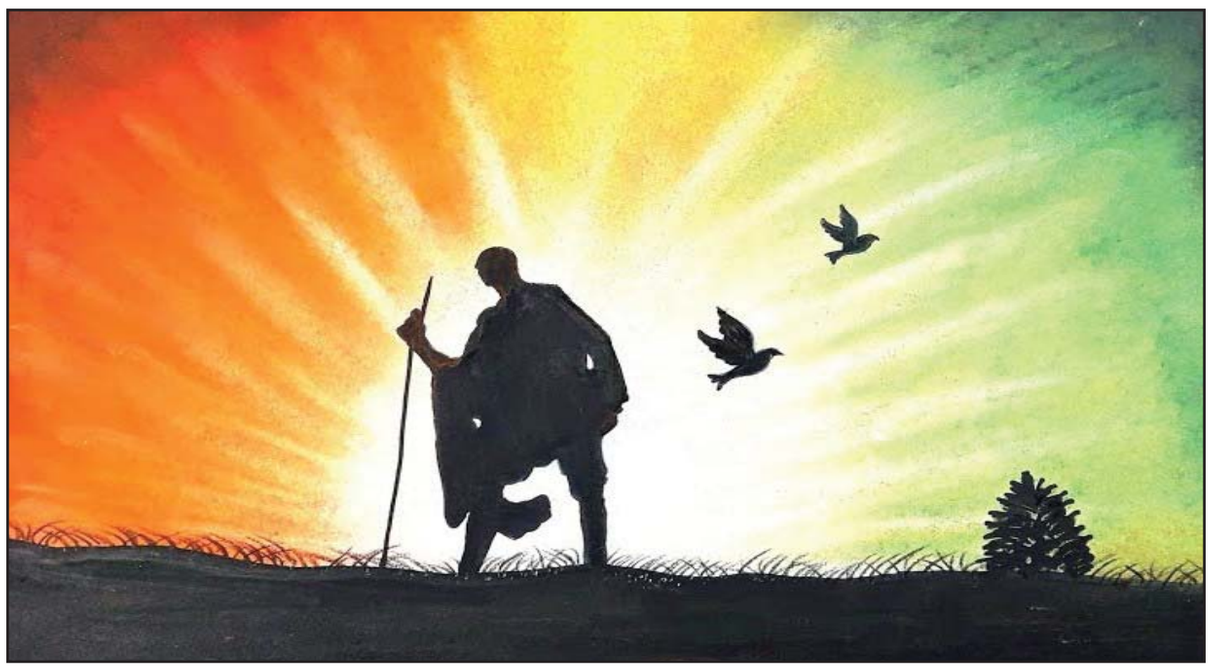

বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজিকে নতুন করে চর্চা করা অত্যন্ত জরুরি কাজ ! মহাত্মা গান্ধী ছিলেন আজীবন অহিংসার পূজারী এবং হিন্দু মুসলিম ঐক্যের কান্ডারী! ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন এবং প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা। তাকে নিয়ে লিখেছেন **মহ.মোসাররাফ হোসেন...**

একশ্রেণির শাসক গোষ্ঠী দেশের বেকারদের কর্মসংস্থান ও অন্যান্য মূল সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্য করে আসছেন!কখনো 'পোশাক দেখে মানুষের জাত চেনা 'যায়, তো কখনো আবার 'বাংলা ভাগের নতুন জিগির' তোলেন!সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ করে তারা ভোট তরণী পার হতে চায়! একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়ে তারা উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াতে থাকেন!তারা চায় না রবীন্দ্র-নজরুল-বিবেকানন্দের বাংলায় ঐক্যবদ্ধতা বজায় থাক!তাই তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের উল্টোপাল্টা মন্তব্য করে থাকেন! আশ্চর্য তখনই হতে হয় ,যখন মহাত্মা গান্ধীকে কেউ চিনতা না বলে বলে মন্তব্য করেন স্বয়ং দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর দাবি ১৯৮২ সালে 'গান্ধী' নামক সিনেমা তৈরির পরে গোটা বিশ্বের মানুষ নাকি মহাত্মাকে চিনতে শুরু করেন!মোদীর কথায়, 'গান্ধী এক বিশাল ব্যক্তিত্ব ছিলেন।' গত ৭৫ বছরে গোটা বিশ্বকে তাঁর বিষয়ে জানানোর দায়িত্ব কি ছিল না আমাদের ? তবে তাঁর বিষয়ে কেউ জানত না। যখন তাঁকে নিয়ে সিনেমা তৈরি হল, তখন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

এই পরিস্থিতিতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজিকে নতুন করে চর্চা করা অত্যন্ত জরুরী কাজ ! মহাত্মা গান্ধী ছিলেন আজীবন অহিংসার পূজারী এবং হিন্দু মুসলিম ঐক্যের কান্ডারী ! মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বা মহাত্মা গান্ধী ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অন্যতম ভারতীয় রাজনীতিবিদ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন এবং প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা। এছাড়াও তিনি ছিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। যার মাধ্যমে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ তাদের অভিমত প্রকাশ করে। এ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অহিংস মতবাদ বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে এবং এটি ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম চালিকা শক্তি, সারা বিশ্বে মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকার পাওয়ার আন্দোলনের অন্যতম অনুপ্রেরণা। অহিংসা সম্পর্কে বিখ্যাত ইংরেজ লেখক রচিত ' শেষ পর্যন্ত ' -এর রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি সত্যাগ্রহ সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা গড়ে তোলেন।তাঁর সত্যাগ্রহের মূল ভিত্তি হল সত্য ও অহিংসা। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান।গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন ১৯১৫ সালের ৯ই জানুয়ারি, যা ভারতবর্ষে ২০০৩ সাল থেকে ' প্রবাসী ভারতীয় দিবস' প্রতি বছর ৯ই জানুয়ারি পালিত হয়।তাঁর রাজনৈতিক গুরু গোপাল কৃষ্ণ গোখলে-র পরামর্শে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে ভারতীয় সমাজ, জনজীবন ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।তিনি ১৯১৬ সালে গুজরাটের আমেদাবাদে সবরমতি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। গান্ধী ভারতে এবং বিশ্ব জুড়ে মহাত্মা এবং বাপু নামে পরিচিত। ভারত সরকার সম্মানার্থে তাকে ভারতের জাতির জনক হিসেবে ঘোষণা করেছ। ২রা অক্টোবর তার জন্মদিন ভারতে গান্ধী জয়ন্তী হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। ২০০৭ সালের ১৫ই জুন জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ২রা অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশ এ দিবস পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

একজন আইনজীবী হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিপীড়িত ভারতীয় সম্প্রদায়ের নাগরিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী প্রথম তাঁর অহিংস এবং শান্তিপূর্ণ নাগরিক আন্দোলনের মতাদর্শ প্রয়োগ করেন। ভারতে ফিরে আসার পরে তিনি কয়েকজন দুঃস্থ কৃষক-দিনমজুরকে সাথে নিয়ে বৈষম্যমূলক কর আদায় ব্যবস্থা, বহুবিস্তৃত বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং দেওবন্দিদের অধীনে খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসার পর গান্ধী সমগ্র ভারতব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারী স্বাধীনতা, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ, জাতির অর্থনৈতিক সচ্ছলতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার শুরু করেন। কিন্তু এর সবগুলোই ছিল স্বরাজ অর্থাৎ ভারতকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। ১৯৩০ সালে গান্ধী ভারতীয়দের লবণ করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ৪০০ কিলোমিটার (২৪৮ মাইল) দীর্ঘ ডান্ডি লবণ কুচকাওয়াজে নেতৃত্ব দেন, যা ১৯৪২ সালে ইংরেজ শাসকদের প্রতি সরাসরি ভারত ছাড় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে বেশ কয়েকবার দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতে কারাবরণ করেন। মহাত্মা গান্ধী সমস্ত পরিস্থিতিতেই অহিংস মতবাদ এবং সত্যের ব্যাপারে অটল থেকেছেন। তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতেন এবং একটি স্বায়ত্তশাসিত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তার নিজের পরিধেয় কাপড় ছিল ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় ধুতি এবং শাল, যা তিনি নিজেই চরকায় বুনতেন। তিনি সাধারণ নিরামিষ খাবার খেতেন। শেষ জীবনে ফলমূলই বেশি খেতেন। আত্মশুদ্ধি এবং প্রতিবাদের জন্য তিনি দীর্ঘ সময় উপবাস থাকতেন। বিশ্বশান্তি ও অহিংসার এক উজ্জ্বল ও বিরলতম ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধীর জন্মের ১৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে একটি স্মারক ডাকটিকিটেরও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন।বিংশ শতাব্দীতে মানুষের স্বাধীনতার স্বার্থে মহাত্মা গান্ধীর অসামান্য অবদানের কথা উল্লেখ করেন। সকলের কল্যাণ, বঞ্চিতদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি পরিবেশের বিলুপ্তি প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সকলের ইচ্ছার প্রতি আস্থা, অভিন্ন নিয়তি, নৈতিকতা, গণ-আন্দোলন এবং ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। দ্বন্দ্ব, সন্ত্রাসবাদ, আর্থিক বৈষম্য, আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ভয়াবহ বিপদগুলি সাধারণ মানুষ, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। গান্ধীজির মূল্যবোধ নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে বড় নৈতিকতার ভূমিকা পালন করতে পারে। গান্ধীজি আমাদের যুক্তিসম্মত বিচার ও নীতি রূপায়ণে এক অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। গান্ধীজির এই মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে দরিদ্রতর মানুষের জীবন, মর্যাদা ও ভাগ্যে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা, স্বচ্ছতা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, ক্ষুধা হ্রাস এবং উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই গান্ধীজির জীবন ও কর্ম পরিচালিত হয়েছিল। আজ আমরা যে সুস্থায়ী উন্নয়নের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছি, তা গান্ধীজি অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। প্রকৃত অর্থে সুস্থায়ী উন্নয়নের উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের মধ্যে গান্ধীজির দর্শনতত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে।গান্ধীজির পরম্পরা বহু প্রজন্ম ধরে অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাঁরা বলেন, গান্ধীজি জাতি, ধর্ম ও রাষ্ট্রের ভেদাভেদ ভেঙে দিতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন এক বহুমুখী ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে ছিলেন যতটা জাতীয়তাবাদী, ততটাই আন্তর্জাতিকতাবাদী। সমাজ সংস্কার ও পরিবর্তনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা তাঁকে জাতীয়তাবাদের বেড়া ভেঙে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সারা বিশ্ব মহাত্মাকে কেবল তাঁর অহিংসা ও মানবতাবাদের জন্যই নয়, তাঁর করুণা ও সহমর্মিতার জন্যও মনে রেখেছে।প্রেম-প্রীতি,দয়া-মায়া,অহিংসা-সহনশীলতা,ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি,আত্মসংযম ইত্যাদি শুভ চিত্তবৃত্তি গুলি মানুষকে সভ্য করে তোলে। যারা বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য , গণতন্ত্র এবং অহিংসাতে বিশ্বাসী তাদের কাছে মহাত্মা গান্ধী অবশ্যই শ্রেষ্ঠ মানব।মহাত্মা গান্ধী হিন্দুত্বের বশ্যতা অস্বীকার করে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পথে হেঁটেছিলেনামানুষের ইতিহাসে যে মহামানবের মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়,প্রতিবার নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার সময় যে অহিংসার পূজারী মহাত্মাকে স্মরণ করা হয়!গান্ধিজীকেই 'জাতির জনক' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং 'মহাত্মা' উপাধি দেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।সাহিত্যিক ও দার্শনিক রোম্যাঁ রোলাঁ গান্ধীজী সম্পর্কে বলেছিলেন "তিনি আমাদের সময়ের যীশু।"আর বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন---"আগামী প্রজন্ম কি বিশ্বাস করবে যে,তাঁর মতো কেউ একজন রক্তমাংসের মানুষ একসময় আমাদের এই পৃথিবীর বুকে সত্যি পদচারণা করেছেন ?" দেশে-বিদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়! ভারতবর্ষের বর্তমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ, জীবন ও শিক্ষাকে পুনরায় স্মরণ করতে হবে।

লেখক সহকারী শিক্ষক, আই. সি.আর হাই মাদ্রাসা (উ.মা.)

ইসলামে স্বাধীনতার গুরুত্ব

আজ ১৫ আগস্ট। মহান স্বাধীনতা দিবস। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আগস্ট এক অনন্য ইতিহাসের মাইলস্টোন। ১৯৪৭ সালের এই মাসেই তদানীন্তন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য, বঞ্চনা, শোষণ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ-সংগ্রাম সফল হয়েছিল। এদেশের মুক্তিকামী মানুষ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধিকার অর্জনের শপথ নিয়েছিলেন। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এবং অগণিত তরতাজা প্রাণের বিনিময়ে বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট। ইসলামে স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, আল্লাহ সকলকেই স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। পরাধীনতাকে আল্লাহ-তাআলা পছন্দ করেন না। সবাই নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে – এটাই আল্লাহপাকের ইচ্ছা। প্রত্যেক মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে স্বাধীন হয়েই জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এটাই স্বাভাবিক নিয়ম বা সুন্নাহ। আল্লাহ-তাআলা সবাইকে বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা দিয়েছেন। কাউকে পরাধীন করে তিনি ধরাধামে পাঠাননি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ-তাআলা বলেছেন, 'তোমার প্রভু-প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই এক সাথে ঈমান আনত। তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর বল প্রয়োগ করবে?' (সুরা ইউনুস: ৯৯)। অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে সবাইকে একসাথে মুত্তাকী-মুমিন বানাতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি। তিনি চেয়েছেন মানুষ যেন স্বাধীনভাবে বুঝেশুনে, যাচাই পরখ করে ঈমান আনে। ইসলাম যেমন স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়েছে, তেমনি দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধকেও ততেধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাই তো দেশভক্তি বা দেশপ্রেমকে ঈমানের অপিরহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ বলা হয়েছে। আর মুসলমানের প্রথম শর্তই হল ঈমান।

মহানবী (সা.) এর হৃদয়ে স্বদেশ প্রেম যেমন ছিল, তেমনি তার সাহাবাদের (রা.) মাঝেও বিদ্যমান ছিল। তিনি (সা.) মক্কা থেকে মদীনার পথে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পূর্বে মুখ ফেরালেন জন্মভূমি মক্কার দিকে, যেখানে তিনি নবুয়ত লাভ করেছেন এবং তার পূর্বপুরুষরা সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে এসেছেন। তিনি বার বার ফিরে তাকাচ্ছেন মক্কার দিকে, মাতৃভূমি, পিতৃভূমি ও জন্মভূমির প্রতি মোহব্বতে দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। মক্কার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দোওয়া করলেন 'হে মক্কা! তুমি আমার কাছে সমস্ত স্থান থেকে অধিক প্রিয়, আমি মক্কাকে ভীষণ ভালবাসি। আমার মন মানছে না। কিন্তু তোমরা আমাকে এখানে থাকতে দিলে না, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সব কিছুর মালিক তুমি। মক্কার মানুষদের ঈমানের আলোয় উজ্জল করো। ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করো' (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযি)।

ভেবে দেখুন! স্বদেশের প্রতি কতই না গভীর প্রেম ছিল তাঁর। যে দেশের মানুষ তাঁর ওপর এত জুলুম-অত্যাচার করেছে তার পরেও সেই জন্মভূমির প্রতি কত অগাধ ও অপত্য ভালবাসা। একেই বলে দেশপ্রেম। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মহানবী (সা.) যখনই আহ্বান করেছেন তখনই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সর্বতোভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তারা জানতেন নিজেদের বিশ্বাস, আদর্শ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ড প্রয়োজন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এবং দেশপ্রেম ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তারা যেমন আন্তরিক ছিলেন, তেমনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ।

একজন নাগরিকের দায়িত্ব হল তার ভূখণ্ড, মাতৃভূমি এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসা। এটাই আমাদের প্রিয় নবীর (সা.) উত্তম আদর্শ। আমরা দেখি, যে মক্কা নগরী থেকে আল্লাহর নবী বিতাড়িত হলেন, ১০ বছর পর শত-সহস্র সাহাবায়ে কেরামের বিশাল বহর নিয়ে যখন পবিত্র মক্কা নগরীতে ফিরলেন, তখন তিনি বিজয় মিছিল-শোভাযাত্রা কিছুই করেননি। গর্ব-অহংকারও করেননি, বাদ্য-বাজনা বাজাননি। যাদের অত্যাচারে, নির্যাতনে তিনি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিলেন।

সর্বপ্রথম তিনি আট রাকাত নফল নামায আদায় করেন। একে বলা হয় বিজয়ের নামায। এরপর পবিত্র হারাম শরিফে গিয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন, হে মক্কার কাফের সম্প্রদায়! ১৩ বছর ধরে আমার ওপর, আমার পরিবারের ওপর, আমার সাহাবাদের ওপর নির্যাতনের যে স্টিম রোলার চালিয়েছ, এর বিপরীতে আজকে তোমাদের কী মনে হয়, তোমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব? তারা সমস্বরে বলল, হ্যাঁ, আমরা অপরাধী। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, আপনি আমাদের সাথে উদারতা, মহানুভবতা প্রদর্শন করবেন। এটাই আমরা প্রত্যাশা করি। নবী (সা.) বললেন- হ্যাঁ, আমি আজ তোমাদের সকলের জন্য হযরত ইউসুফ (আ.) এর মতো সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলাম। যাও তোমাদের থেকে কোনো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। (সুনানে বাইহাকী: ৯/১১৮)। এখানেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, অনবদ্যতা ও অনন্যতা। শান্তিপূর্ণভাবে মক্কা বিজয় করে মহানবী (সা.) পুরো বিশ্বকে এই শিক্ষাই দিলেন যে, আমরা শান্তির পক্ষে, বোমাবাজি, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, খুনাখুনি, ত্রাস এবং লুণ্ঠনের বিপক্ষে।

পরিশেষে স্বাধীনতার ৭৭ তম বর্ষে আমরা স্মরণ করছি তাদের, যারা আত্মবলিদান দিয়ে আমাদের স্বাধীন দেশ উপহার দিয়ে গেছেন। এখন এই দেশকে বিশ্বের মানচিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে আমাদের প্রত্যেককে স্ব-স্ব ভূমিকা পালনে সদা সচেতন, জাগ্রত ও তৎপর হতে হবে। মহান আল্লাহ-তাআলা আমাদের সকলকে স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম বোঝার তৌফিক দান করুন, আমিন।

আজ ১৫ আগস্ট। মহান স্বাধীনতা দিবস। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আগস্ট এক অনন্য ইতিহাসের মাইলস্টোন। ১৯৪৭ সালের এই মাসেই তদানীন্তন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য, বঞ্চনা, শোষণ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ-সংগ্রাম সফল হয়েছিল। এদেশের মুক্তিকামী মানুষ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধিকার অর্জনের শপথ নিয়েছিলেন। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এবং অগণিত তরতাজা প্রাণের বিনিময়ে বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট। লিখেছেন **মুদাসসির নিয়াজ।**

ইংরেজদের পরাজিত করে সর্বপ্রথম দেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন

আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্নেল শওকত আলি মালিক

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ বাহিনী যে অসম সাহসী যুদ্ধে ইংরেজদের কে পিছু হটতে বাধ্য করেছিল। পরাজিত করেছিল ইংরেজি শক্তি কে । যে যুদ্ধে জয়লাভের ফলে সারা ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল। ইংরেজরা বুঝে গিয়েছিল সম্মুখ সমরে আর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি কে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। খুব শীঘ্রই তাদেরকে দেশ ছেড়ে যেতে হবে ।তাদের দেয়ালের লিখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল । আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর কর্নেল শওকত আলী মালিক আজাদ হিন্দ বাহিনীর তরফ থেকে ইংরেজদের হটিয়ে মনিপুরের মইরাং কাংলাতে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ১৯৪৪ সালের ১৪ এপ্রিল ।এই ভারতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ইংরেজদের বিদায় ঘন্টি বেজে গিয়েছিল। সারা ভারতবর্ষে কর্নেল শওকত আলী মালিকের বাঘ আঁকা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের কারণে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল। ইংরেজরা বুঝে গিয়েছিল যে সামরিক শক্তিতে ভারতীয়দের কে আর পিছিয়ে রাখা যাবে না। আর বেশিদিন পরাধীন করে রাখা যাবে না । কর্নেল শওকত আলী মালিক মনিপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আহবানে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগদান করেন। খুব কম দিনের মাধ্যমে তার শারীরিক সক্ষমতা বুদ্ধিমত্তা ও সেনাবাহিনীর পরিচালনার ক্ষমতা দেখে তাকে বাহাদুর বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও কর্নেল হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসু নিয়োগ দেন। তার নেতৃত্বেই ভারতবর্ষে প্রথম আজাদ হিন্দ বাহিনী ইংরেজদের হটিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল মনিপুর মইরাং কাংলাতে । আজাদ হিন্দ বাহিনীর মিউজিয়াম মইরাং কাংলার সেইসব ছবি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রাখা আছে। সুভাষচন্দ্র বসু কর্নেল শওকত আলী মালিকের এই বীরত্বে খুশি হয়ে তাকে ''সর্দার ই জং'' উপাধি দান করেন । ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসের যে নামটি প্রথমদিকে থাকার কথা কিন্তু খুব অজ্ঞাত কারণে অন্যের শওকত আলী মালিকের নামটি ইতিহাসের পাতা থেকে বাদ পড়ে গেছে । যদি এত বড় মাপের স্বাধীনতা সংগ্রামী পরবর্তী পর্যায়ে জেল খাটতে হয়েছিল এবং বহু কষ্ট সহ্য করে পরবর্তী ক্ষেত্রে মুক্তি পান ।সারাটি জীবন তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং এবং স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করে গেছেন। অসাধারণ এই বীরের কাহিনী ভারতবর্ষের পাঠ্য পুস্তকে স্থান পায়নি । শুধুমাত্র আজাদ হিন্দ বাহিনীর মিউজিয়াম এবং কিছু ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের লেখায় শুধু রয়ে গেছেন। এই মহান বীর বিপ্লবী কে আমাদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে তাদের কথা ইতিহাসের পাতায় তুলে নিয়ে আসতে হবে পাঠ্য পুস্তকের স্থান দিতে হবে এই আবেদন সাধারন মানুষের ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বিস্মৃতপ্রায় লড়াকু মুসলিম সৈনিকরা

দেশের প্রকৃত ইতিহাস দেশের দীর্ঘমেয়াদী স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু- মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ আত্মত্যাগ ও বলিদান তথা অফুরন্ত তাজা রক্তের বিনিময়ে মুক্তির কথা বললেও বিকৃত ইতিহাসের কবলে তা আজ কলঙ্কিত। জেল খাটা অজস্র মুসলমানের আত্ম বলিদান ও ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলা অসংখ্য মুসলমানের প্রাণের বিনিময়ে আজ ভারত স্বাধীন। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ এই একশো নব্বই বছরে হাজার হাজার মুসলমান স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাণপণ লড়াই করেছেন,জীবন দিয়েছেন, জেল খেটেছেন। জেল খাটা ১ কোটি মুসলমানের আত্মত্যাগ ও ফাঁসি হওয়া ৫ লক্ষ মুসলমানের প্রানের বিনিময়ে আজ ভারত স্বাধীন। সেই চেপে যাওয়া ইতিহাসের মুছে যাওয়া অগুণন নাম থেকে যৎসামান্য কিছু নাম অতি সংক্ষেপে পাঠক সম্মুখে তুলে ধরেছেন **মহবুবুর রহমান...**

আজ মোদের মহান স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবসের এ পূণ্য লগ্নে কাঙ্ক্ষিত ভাবেই মোদের সবার স্মরণে মননে সেই মহারথীগন, যাঁরা দেশ স্বাধীনের তরে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ, করেছিলেন জীবন দান । যদিও আজ বিকৃত ইতিহাসের কবলে পড়ে বিস্মৃতপ্রায় অগণিত লড়াকু সৈনিক,বীর শহীদগণ। এ এক চরম লজ্জাজনক বাস্তবতা, যা মোদের অকৃতজ্ঞ জাতি হিসেবেই বিশ্ব সভ্যতায় নামাঙ্কিত করবে সুনিশ্চিত। এর তকমা নিরসনে সত্যান্বেষনে মোদের সদর্থক সাবলীল প্রয়াস সময়ের দাবি।

দেশের প্রকৃত ইতিহাস দেশের দীর্ঘমেয়াদী স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু-মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ আত্মত্যাগ ও বলিদান তথা অফুরন্ত তাজা রক্তের বিনিময়ে মুক্তির কথা বললেও বিকৃত ইতিহাসের কবলে তা আজ কলঙ্কিত। জেল খাটা অজস্র মুসলমানের আত্ম বলিদান ও ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলা অসংখ্য মুসলমানের প্রাণের বিনিময়ে আজ ভারত স্বাধীন। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ এই একশো নব্বই বছরে হাজার হাজার মুসলমান স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রাণপণ লড়াই করেছেন,জীবন দিয়েছেন, জেল খেটেছেন। জেল খাটা ১ কোটি মুসলমানের আত্মত্যাগ ও ফাঁসি হওয়া ৫ লক্ষ মুসলমানের প্রানের বিনিময়ে আজ ভারত স্বাধীন। সেই চেপে যাওয়া ইতিহাসের মুছে যাওয়া অগুণন নাম থেকে যৎসামান্য কিছু নাম অতি সংক্ষেপে পাঠক সম্মুখে তুলে ধরছি।

মাওলানা কাসেম নানুতবী সাহেব, উত্তর প্রদেশের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসাকে ব্রিটিশ বিরোধী এক শক্তিশালী কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন। যে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় আজও কোরান হাদিসের তালিম ও দেশ প্রেমের মহৎ পাঠ দেওয়া হয়।

হাকিম আজমল খাঁ ছিলেন সর্ব ভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। সেই সময়ের বিখ্যাত চিকিৎসক। দিল্লীর বাইরে গেলে ফি নিতেন সেইসময়ে এক হাজার টাকা। গরীবদের কাছে থেকে কোন পয়সা নিতেন না। কংগ্রেস নেতা হিসেবে জেল খেটেছেন বহু বছর, নেহেরুর চাইতে তো কম না। সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নামটাও ভারতের ইতিহাসে নেই! এমনকি মওলানা আজাদ যে জেল খেটেছিলেন সেই ইতিহাস ও নেই।আজব তো!

ভারতের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে যাদের নাম অবশ্যই পাওয়া যায় তারা হলেন গান্ধীজি, নেতাজী সুভাষ, অরবিন্দ, জহরলাল, মোতিলাল। এদের সমতুল্য নেতা আতাউল্লা বুখারি, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানি, মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি, মাওলানা গোলাম হোসেন প্রমুখ..(তাঁরা বহু বার দীর্ঘ মেয়াদি জেল খেটেছেন)

সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভি- ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে রায়বেরেলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভীষন সাহসী, সুঠাম দেহি ও প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি ইংরেজদের পক্ষ থেকে আহ্বানকৃত সকল লোভ ও পদমর্যাদাকে উপেক্ষা করে আপাতত মানুষকে সচেতন করার মাধ্যমে বৃটিশ বিরোধী জনমত গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। একই সাথে তিনি সকল প্রকার ধর্মীয় কুসংস্কার ও বেদাত দূর করার লক্ষে স্পষ্ট বক্তব্য ও যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে জাগিয়ে তুলে সমাজ সংস্কারের কাজও চালিয়ে যেতে থাকেন। এভাবে তৎকালীন ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ভিত নির্মাণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

হাজি শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর পুত্র মহসীন উদ্দীন দুদু মিয়া। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ছিল ইংরেজ দুঃশাসনের ভীত কাঁপিয়ে দেয়া সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ আন্দোলন। এই বিপ্লবে মুসলিমদের অংশগ্রহণছিল সবচেয়ে বেশি এবং তাঁরাই মুখ্য ভুমিকা পালন করেছিলেন।

ইংরেজ বিরোধী কর্যকলাপের জন্য যার নামে সর্বদা ওয়ারেন্ট থাকতো সেই তাবারক হোসেনের নামও ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না! যিনি তৎকালিন সময়ে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। যার সংস্পর্শে আসলে হিন্দু মুসলিম নব প্রাণ পেতেন, সেই হাকিম আজমল খাঁকে লেখক বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল যার সাহায্য ছাড়া চলতেনই না। যিনি না থাকলে গান্ধী উপাধিটুকু পেতেন না। সেই মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে ইতিহাসের পাতা থেকে বাদ দেওয়া হল! এ তো ইতিহাসের চরম লজ্জাজনক সংকট।

মাওলানা মহম্মদ আলি ও শওকত আলি। যাঁরা ৫ বার দীর্ঘ মেয়াদী জেল খেটেছেন। 'কম রেড' ও 'হামদর্দ' নামক দুটি ইংরেজ বিরোধী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁদের নাম ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় জায়গা পায় না!

মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী ইংরেজদের বিরুদ্ধে জনগনকে জাগিয়ে তোলেন এবং আপন আবাসভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলেন।

খাজা আব্দুল মজিদ ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টার হন। জওহরলালের সমসাময়িক কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন। প্রচন্ড সংগ্রাম করে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী উভয়ের জেল হয়। ১৯৬২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিহাসের পাতায়ও তাঁদের নামের মৃত্যু ঘটেছে। আফসোস!!!

ডবল এমএ এবং পিএইচডি ডিগ্রিধারী প্রভাবশালী জেল খাটা সংগ্রামী সাইফুদ্দিন কিচলু। অমৃতসরের জালিয়ানয়ালাবাগের যে ম্যাসাকারের কথা আমরা জানি, সেটা কার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হয়েছিল? সেটা হয়েছিল কংগ্রেস নেতা সাইফুদ্দিন কিচলুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে। তিনি ছিলেন অতি জনপ্রিয় নেতা। জনতা তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদে ফুঁসে উঠেছিল। জার্মানি থেকে ওকালতি পাশ করে আসা সাইফুদ্দিন কিচলুকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। জালিয়ানোয়ালাবাগের নাম জানি, সেখানে ম্যাসাকার হয়েছিল সেটা জানি, জেনারেল ডায়েরের কথা জানি যিনি গুলি চালানোর আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু যিনি এই প্রতিবাদের প্রাণপুরুষ ছিলেন সেই ব্যারিস্টার সাইফুদ্দিন কিচলু একদম হাওয়া। অদ্ভুত নয়?

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। বাংলাদেশের সিরাগঞ্জ জেলার ধানগড়া গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম নেয়া এই ক্ষণজন্মা মানুষটি বুঝতেপেরেছিলেন যে ভারতবর্ষকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করতে হলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বিকল্প নেই। তাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মতাদর্শকে তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন।

আব্দুল গাফফার খান। সুদূর উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে পশতুন নেতা। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত দল 'খোদায়ি খিদমাতগার' অর্থাৎ 'আল্লাহর দাস' এর ছত্রছায়ায় এবং সমতল এলাকায় মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন, যা ইংরেজদের বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

বিপ্লবী মীর কাশেম, টিপু সুলতান, মজনু শা, ইউসুফ, এরা ব্রিটিশদের বুলেটের আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও ইতিহাসের পাতা থেকে নিশ্চিহ্ন হলেন কীভাবে..?আজব না?

সর্ব ভারতীয় নেতা আহমাদুল্লাহ। তৎকালীন সময়ে ৫০ হাজার রুপি যার মাথার দাম ধার্য করেছিল ব্রিটিশরা। জমিদার জগন্নাথবাবু প্রতারণা করে, বিষ মাখানো পান খাওয়ালেন নিজের ঘরে বসিয়ে। আর পূর্ব ঘোষিত ৫০ হাজার রুপি পুরস্কার জিতে নিলেন! প্রতারক ঐ দেশবিরোধী জগন্নাথবাবু সহ সমূহ বিকৃত মস্তিষ্কের ঐতিহাসিকদের অগণিত ধিক্কার।

মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী। যাকে নির্মমভাবে ফাঁসি দিয়ে পৃথিবী থেকে মুছে দিলো ইংরেজরা। ইতিহাস লেখক কেন তাঁর নাম মুছে দিলেন ইতিহাস থেকে।এ নীচ কর্মে ঐতিহাসিকের হৃদয় কাঁপলো না?

জেল খাটা নেতা ইউসুফ, নাসিম খাঁন, গাজি বাবা ইয়াসিন ওমর খান তাদের নাম আজ ইতিহাসে নেই কেন?

ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পরে, কুদরাতুল্লা খানের মৃত্যু হল কারাগারে। ইতিহাসের পাতায় তার মৃত্যু ঘটল কীভাবে?

নেতাজী সুভাষ বসুর ডান হাত আর বাম হাত যারা ছিলেন ইতিহাসে তাদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা হলেন আবিদ হাসান, শাহনাওয়াজ খান, আজিজ আহমাদ, ডি এম খান, আব্দুল করিম গনি, লেফট্যানেন্ট কর্নেল, জেট কিলানি, কর্নেল জ্বিলানী, কর্নেল নিজামুদ্দিন প্রমুখ। এদের অবদান লেখক কী করে ভুলে গেলেন?

বিদ্রোহী গোলাম রব্বানী, সর্দ্দার ও হায়দার, মাওলানা আক্রম খাঁ, সৈয়দ গিয়াসুদ্দিন আনসার। এদের রক্ত আর নির্মম মৃত্যু কি ভারতের স্বাধীনতায় কাজে লাগেনি?

বিখ্যাত নেতা জহুরুল হাসানকে হত্যা করলে মোটা অঙ্কের পুরষ্কার ঘোষণা করে ইংরেজ সরকার ।

মাওলানা হজরত মুহানী এমন এক নেতা, যিনি সর্বপ্রথম আওয়াজ তোলেন ব্রিটিশ বিহীন চাই স্বাধীনতা।

জেলে মরে পচে গেলেন মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী, যিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন তাঁর নাম কি ইতিহাসে ওঠার মতো নয়?

হাফেজ মীর নিসার আলি, যিঁনি তিতুমীর নামে খ্যাত, ব্রিটিশরা তার বাঁশের কেল্লা সহ তাকে ধ্বংস করে দেয়। তার সেনাপতি গোলাম মাসুমকে কেল্লার সামনে ফাঁসি দেওয়া হয়।

আমরা গোপন সন্ত্রাসবাদী দল অনুশীলন যুগান্তরের কথা জানি, যেখানে মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ইনকেলাবি পারটির কথা জানিনা। তাঁদের নেতা ছিলেন পালোয়ান শিশু খান। পালোয়ান শিশু খান ইংরেজ বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শাহাদাত বরন করেন। শিশু খান ইতিহাসে কোথাও নেই!

কিংসফোর্ড কে হত্যা করতে ব্যর্থ ক্ষুদিরামের নাম আমরা সবাই জানি, কিংসফোর্ড হত্যাকারী সফল শের আলী বিপ্লবীকে আমরা কেউ জানিনা!!! বীর বিপ্লবী শের আলীর কথা না বললে আজকের লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য তাঁর ১৪ বছর জেল হয়। শের আলী আন্দামানে জেল খাটছিলেন। এমন সময় কুখ্যাত লর্ড মেয়ো আন্দামান সেলুলার জেল পরিদর্শনে আসে।শের আলী সুযোগ বুঝে বাঘের মতোই রক্ষীদের পরাস্ত করে তাঁর উপরে চাকু হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। লর্ড মেয়ো আন্দামান জেলেই শের আলীর চাকুর আঘাতে মৃত্যু বরণ করে। শের আলীর দ্বিতীয়বার বিচার আরম্ভ হয়। বিচারে ফাসির রায় হয়। শের আলী বীরের শহীদি মৃত্যুবরণ করেনফাঁস্ত্রি কাষ্ঠে। অথচ কি আশ্চর্য, শের আলীর স্থান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হয়নি!!! আশ্চর্য!

মহম্মদ আব্দুল্লাহ। যিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নরম্যান কে একাই কোর্টের সিড়িতে অসমসাহসে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করেন ১৭৭১ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বর। যে বিচারপতি অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহসনমূলক বিচারে ফাসির আদেশ দিয়েছিলেন । সেই লড়াকু বীর বিপ্লবী মহম্মদ আব্দুল্লাহ ইতিহাসে স্থান পান নাই!!!

বিখ্যাত নেতা আশফাক উল্লাহ। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্লব পরিচালনা এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ যোগাড় করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই ১৯২৫ সালের ৯ মার্চ স্টেশন মাষ্টার সাহজানপুর থেকে লখনৌ গার্ড ভ্যানে টাকার বস্তা নিয়ে যাচ্ছে এই খবর পেয়ে হাই কমান্ডের নির্দেশে তিনি ও তার সঙ্গিরা তা ছিনিয়ে নেয়। কাকরি গ্রামের নিকটে এই লুটের ঘটনাটি সংঘটিত হয় বলে ইংরেজ সরকার তাদের বিরুদ্ধে 'কাকরি ডাকাতি' নামে মামলা করে। ১৯২৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর তাঁর ফাঁসি হয়। ছয় ফুট লম্বা এই মানবসিংহ হাসতে হাসতে শহীদ হন। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় তার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল মুসলিমদের একত্ববাদের মূলমন্ত্র "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"।

বাই আম্মা (আবেদি বেগম): প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ভ্রাতৃদ্বয় সওকাত আলি ও মহাম্মদ আলির জননী ছিলেন এই মহৎ মহীয়সী রমনী। ১৯২১-এর ডিসেম্বরে তার সন্তানদের বন্দিত্বের সংবাদ তিনি খুশি মনে গ্রহণ করেন। গুজব ছড়িয়েছিল যে তার পুত্র মহাম্মদ আলি রাজভিক্ষায় জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, তখন তিনি বলেছিলেন- "মহাম্মদ আলি ইসলামের পুত্র, সে কখনোই ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে পারে না। যদি সে এটা করে থাকে, তাহলে আমার বুড়ো হাত তাকে দমণ করার জন্য যথেষ্ট।' তিনি নিজে চরকায় কাটা সুতার পোষাক পরতেন এবং অন্যদেরকেও খাদি পরতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন এবং এটাকে তিনি ঈমাণের অঙ্গ বলে মনে করতেন।

মিসেস জুবাইদা দাউদি। মাওলানা সাফি দাউদির স্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রাণপণে ব্রিটিশদের বিরোধীতা করেছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তিনি তার স্বামী, আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে সমস্ত বিদেশি জামাকাপড় সংগ্রহ করে কংগ্রেস অফিসে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন জনসমাবেশে অংশগ্রহণ করতেন এবং মহিলাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করতেন। যখন স্কুল-কলেজের ছাত্ররা সরকারী স্কুল ছেড়ে দিচ্ছিল, তখন মাওলানা সাফি দাউদি একটি স্কুল চালু করেন। জুবাইদা দাউদি সেখানে ছাত্রদের দেখাশোনা করতেন এবং তাদের উৎসাহ দিতেন স্বাধীনতা সংগ্রামে।

এছাড়াও আসগারি বেগম, মাজিরা খাতুন, রাজিয়া খাতুন, জামিরা, লেডি মহাম্মদ সফি, খাদিমা বেগম, বেগম হাবিবুল্লা প্রমুখ মুসলিম নারী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। পুরুষতান্ত্রীক নীতিহীন সমাজ এইসব মহিয়সী নারীদের তাদের প্রাপ্য মর্যাদা না দিলেও, এদের কাহিনী চেপে রাখতে পারেনি আর সত্য কোনোদিন চাপা থাকে না।

আল্লামা ফজলে হক খয়রাবাদী। জন্ম ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে। বাড়ী অযোধ্যার খায়রাবাদে, তাই তাকে খয়রাবাদী বলা হয়। তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ আলেম, বিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি ও ঐতিহাসিক। তাঁর গর্বময় দ্বিতীয় পরিচয় হলো, তিনি ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের একজন প্রত্যক্ষ সংগ্রামী। ভারতকে স্বাধীন করতে গিয়ে তিনি বন্দী হন। বিচারের নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তে তার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় আর তাকে নির্বাসন দেওয়া হয় কুখ্যাত আন্দামানে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বীর আব্দুস সুকুর ও আব্দুল্লা মীর এদের অবদান কি ঐতিহাসিকরা ভুলে গেছেন? এই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাই। দুঃখের বিষয়, স্বাধীন ভারতের সরকারি পাঠ্যবইগুলোতে স্বাধীনতা সংগ্রামী মুসলিম নেতৃত্বের নাম দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁজতে হয়! আফসোস! আজকের এ কলমী সৃজনে তুলে ধরেছি আত্মবলিদান দেওয়া মুসলিম বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী লড়াকু সৈনিকদের সিন্ধু থেকে মাত্র কিছু জলবিন্দু। বাকি রয়ে গেছেন অনেক অগণিত মহান ব্যাক্তিবর্গ। এ কলমীসৃজন বলা যায় অনন্ত সাগর জলের সূচনা বা বৃহৎ নদীমালার মোহনা মাত্র। আশা করি এ ক্ষুদ্র প্রয়াস নব প্রজন্মের সঠিক ও সত্য ঐতিহাসিক জ্ঞান সমৃদ্ধ করণে কিঞ্চিত হলেও সদর্থক সৃষ্টিশীল প্রভাব ফেলবে এবং সত্যান্বেষনে স্পৃহা জাগাবে।সবাইকে শুভ স্বাধীনতা দিবসের অফুরান শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।সবার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে বহু জাতির মিলনমেলা ভারত হয়ে ওঠুক শান্তি,সুখ, সমৃদ্ধির এক অনন্য কানন। জয় হিন্দ।।

الدعوة
দাওয়াত

অনিবার্য কারণে আজ 'দাওয়াত' প্রকাশিত হল না। পরিবর্তে শনিবার প্রকাশিত হবে।
বিভাগীয় সম্পাদক 'দাওয়াত'

আইসিসি র‍্যাঙ্কিং বাবরের পরই এখন রোহিত শর্মা

আপনজন ডেস্ক: ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা বাবর আজমের পরই এখন রোহিত শর্মার অবস্থান। সতীর্থ শুবমান গিলকে সরিয়ে দুইয়ে উঠে এসেছেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত। যদিও পাকিস্তান অধিনায়ক বাবরের সঙ্গে রোহিতের রেটিং পয়েন্টের ব্যবধান এখনো ৫৯।

আজ আইসিসি প্রকাশিত সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে ওপেনাররাই সবচেয়ে উন্নতি করেছেন। রোহিত ছাড়াও ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ করে এগিয়েছেন তিনজন–শ্রীলঙ্কার পাতুম নিশাঙ্কা (বর্তমান অবস্থান আট), আফগানিস্তানের রহমানউল্লাহ গুরবাজ (বর্তমান অবস্থান ২০) ও দক্ষিণ আফ্রিকার টেম্বা বাভুমা (বর্তমান অবস্থান ৩১)। এ ছাড়া বড় লাফ দিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের ওপেনার ম্যাক্স ও'ডাউড। সম্প্রতি আইসিসি বিশ্বকাপ লিগ ২-এর ম্যাচে কানাডার বিপক্ষে অপরাজিত ৭৯ রান করেন ও'ডাউড। সে পারফরম্যান্স দিয়ে একলাফে ১০ ধাপ এগিয়ে ৫৪ নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন মুশফিকুর রহিম। তিনি আছেন ২৬ নম্বরে।

সদ্য সমাপ্ত শ্রীলঙ্কা-ভারত ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ছিলেন রোহিত। ১৫৭ রান করেছিলেন ৫২.৩৩ গড় ও ১৪১.৪৪ স্ট্রাইক রেটে। তবে তাঁর উদ্বোধনী সঙ্গী গিলের ব্যাট সেভাবে হাসেনি। গিল করেছিলেন ৩ ম্যাচে ৫৭ রান। সেটির প্রভাব র‍্যাঙ্কিংয়েও পড়েছে। সেই সিরিজে লঙ্কান ওপেনার পাতুম নিশাঙ্কা করেছিলেন ১০১ রান। শেষ ম্যাচে তাঁর ৪৫ রানের ইনিংসটি ভারতের বিপক্ষে ২৭ বছর পর ওয়ানডে সিরিজ জেতাতে বড় ভূমিকা রাখে। ওয়ানডে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ পাঁচে চমক একটিই। ভারতের মোহাম্মদ সিরাজকে সরিয়ে প্রথমবারের মতো ৫ নম্বরে উঠে এসেছেন নামিবিয়ার বাঁহাতি স্পিনার বার্নার্ড শোলজ। তবে সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছেন দুনিত ভেল্লালাগে। শ্রীলঙ্কার এই তরুণ অলরাউন্ডার ভারতের বিপক্ষে সিরিজে ৭ উইকেট নেন। শেষ ম্যাচে তাঁর ক্যারিয়ার-সেরা বোলিংয়ে (৫/২৭) ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে।

সম্প্রতি ওয়েস্ট-দক্ষিণ আফ্রিকার পোর্ট অব স্পেন টেস্ট ড্র হওয়ার পর এই সংস্করণের র‍্যাঙ্কিংয়েও কিছুটা বদল এসেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০১ রান করে দুই ধাপ এগিয়েছেন। তাঁর বর্তমান অবস্থান ১৬। দলটির ওপেনার টনি ডি জর্জির উন্নতি চোখে পড়ার মতো। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে প্রথম ইনিংস ৭৮ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৫ রান করার সৌজন্যে ডি জর্জি ২৯ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৮৫ নম্বরে।

ওই টেস্টে ম্যাচসেরা হয়ে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৭ ধাপ এগিয়ে ২১ নম্বরে অবস্থান করছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি স্পিনার কেশব মহারাজ। আর ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়ে ক্যারিয়ার-সেরা অবস্থানে (৫৪) উঠে এসেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্পিনার জোমেল ওয়ারিকান।

আল আহলির বিপুল অর্থ প্রস্তাব চমকে দিচ্ছে ভিনিসিয়ুসকে

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের সৌদি আরব থেকে প্রস্তাব পাওয়ার বিষয়টি সামনে এসেছে। সেই প্রস্তাব ভিনিসিয়ুসের ফিরিয়ে দেওয়ার কথাও জানিয়েছে দ্য অ্যাথলেটিকসহ একাধিক সংবাদমাধ্যম। এবার জানা গেল সৌদি আরব থেকে পাওয়া প্রস্তাবের বিস্তারিত তথ্যও।

সৌদি সরকারের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (পিআইএফ) নাকি প্রো লিগের ক্লাব আল আহলিতে খেলার জন্য ভিনিসিয়ুসকে ৬০০ কোটি ব্রাজিলিয়ান রিয়াল (১০০ কোটি ডলার) প্রস্তাব দিয়েছে। যা ভিনিকে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি বেতন পাওয়া অ্যাথলেটের মর্যাদাও এনে দেবে। ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারকে দেওয়া এই অর্থ প্রস্তাব রীতিমতো চোখ কপালে তোলার মতো। এই অর্থের বিনিময়ে ভিনিসিয়ুস কী কী কিনতে পারবেন, তার একটি মজার তালিকাও দিয়েছে ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম 'ও গ্লোবো'। যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে দামি মোটরকারকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, আল আহলি ভিনিকে যে টাকা দিতে চেয়েছে, সেই টাকায় তিনি বছরে ৭টি করে সবচেয়ে দামি সেই মোটরকার কিনতে পারবেন।

গড় হিসাব করলে প্রস্তাবিত চুক্তি অনুযায়ী প্রতি সেকেন্ডের জন্য ৩৮ ব্রাজিলিয়ান রিয়াল করে পাবেন ভিনি। মিনিটের হিসাবে সেটি হয় ২ দশমিক ২৯ হাজার ব্রাজিলিয়ান রিয়াল, প্রতি সপ্তাহ বিবেচনায় নিলে এ অঙ্ক দাঁড়ায় ২ কোটি ৫০ লাখ ব্রাজিলিয়ান রিয়াল আর বছরে ১০ লাখ ২০ হাজার রিয়াল। সর্বোপরি ৫ বছরের জন্য সেটি হবে ৬০০ কোটি ব্রাজিলিয়ান রিয়াল বা ১০০ কোটি মার্কিন ডলার। প্রশ্ন হচ্ছে, ভিনিসিয়ুস প্রতিবছর কোন ব্র্যান্ডের সাতটি গাড়ি কিনতে পারবেন? এই গাড়ি কিন্তু ফেরারি, ল্যাম্বরঘিনি কিংবা পোরশে নয়। সবচেয়ে দামি গাড়িটি হচ্ছে রোলস রয়েস লা রোজ নোইরে ড্রপটেইল। যেটিকে এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে দামি গাড়ি বিবেচনা করা হচ্ছে, যার দাম ৩ কোটি ডলার।

এএফসিতে প্রথমে এগিয়ে থেকেও হার ইস্টবেঙ্গলের

আপনজন ডেস্ক: এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২ প্রিলিমিনারি রাউন্ড থেকেই বিদায় নিল ইস্টবেঙ্গল। বুধবার লাল হলুদ শিবির অলটিন অসিরের কাছে হেরে যায়। ম্যাচের শুরুতে ইস্টবেঙ্গল গোল করে এগিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি লাল-হলুদ ব্রিগেড। ঘরের মাঠে ডিফেন্সের একাধিক ভুলে বিদায় নিতে হল কার্লেস কুয়াদ্রাতের দলকে। হিজাজি মাহের চোট নিয়েও এদিন খেলতে নামেন। তবে তুর্কিমিনিস্তানের ক্লাব প্রথমার্ধেই সমতা ফেরানোর পাশাপাশি এগিয়েও যায়। একাধিক সুযোগ পেয়েও প্রথমার্ধে ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। বিরতিতে লাল-হলুদ শিবির পিছিয়ে ছিল ১-২ গোলে। যদিও শেষ মুহূর্তে ঢাল হয়ে ইস্টবেঙ্গলের বেশ কয়েকটি আক্রমণ প্রতিহত করেন অলটিন অসিরের গোলরক্ষক। ম্যাচের ৭ মিনিটের মাথায় এগিয়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ডেভিডের শট প্রথমে অলটিন গোলরক্ষকের গ্লাভসে লেগে পোস্টে প্রতিহত হয়। পরে ফের গোলকিপারের হাত ফসকে যায় বল। ফিরতি বলে শট নিয়ে তা প্রতিপক্ষের জালে জড়িয়ে দেন ডেভিড। তবে খুব বেশি সময় সেই লিড ধরে রাখতে পারেনি লাল-হলুদ। পুরনো রোগই যেন ফের ফিরে এল ইস্টবেঙ্গলের। ১৮ মিনিটের মাথায় গোল শোধ করল অলটিন অসির। তুর্কমেনিস্তানের ক্লাবটির হয়ে গোল করেন মিরাত অ্যানায়েভ। ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার কার্যত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বল জালে জড়িয়ে যেতে দেখেন। ২৮ মিনিটের মাথায় ফ্রি-কিক থেকে দুর্দান্ত গোল করেন সেলিম। গোলকিপার গিল নড়বার সুযোগ পাননি। দ্বিতীয়ার্ধে দলে আসেন ডিমানটাকোস ও ক্লেইটন সিলভা। তবে গোল সংখ্যা আরও বাড়িয়ে নেয় অলটিন অসির। ৫২ মিনিটের মাথায় অলটিন অসিরের হয়ে গোল করে ব্যবধান বাড়ান মিহায়িল। সেকেন্ড পোস্ট দিয়ে অনবদ্য গোল করেন তিনি। তবে ইস্টবেঙ্গলেরশা বাঁচিয়ে রাখেন সউল ক্রেসপো। ম্যাচের ৫৯ মিনিটের মাথায় অলটিন অসিরের জালে বল জড়ান ক্রেসপো। পেনাল্টি বক্সের মধ্যে দুই-তিনজন ডিফেন্ডারের মধ্যে দিয়েই ক্রেসপোর শট জয় এনে দেয়।

বাংলাদেশ সিরিজে ভারতের নতুন বোলিং কোচ মরকেল

আপনজন ডেস্ক: ভারতের নতুন বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার মরনে মরকেলকে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিসিসিআই আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, মরকেলের কোচ হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিসিসিআইয়ের (ভারতের ক্রিকেট বোর্ড) সেক্রেটারি জয় শাহ। মরকেলের চুক্তি শুরু হবে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে। মানে তাঁর প্রথম দায়িত্ব হবে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজে।

আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর চেন্নাইয়ে শুরু হবে দুই টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ। ক্রিকবাজ জানিয়েছে, গত মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে দায়িত্ব নেওয়ার কথা থাকলেও মরকেল ব্যক্তিগত কারণে সেটি পারেননি। গৌতম গম্ভীর প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বোলিং কোচ হিসেবে মরকেলের নাম শোনা যাচ্ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ২৪৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৫৪৪টি উইকেট নেওয়া মরকেল এর আগে আইপিএলে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসে গম্ভীরের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। গম্ভীরই মরকেলের নাম বিসিসিআইয়ের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন বলেও জানা গেছে। একসময় লক্ষ্ণৌর মেন্টর হিসেবে ছিলেন গম্ভীর।

পরে সে ফ্র্যাঞ্চাইজি ছেড়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সে যান। রাহুল দ্রাবিড় চলে যাওয়ার পর গম্ভীর দায়িত্ব নেন ভারত জাতীয় দলের। গম্ভীর লক্ষ্ণৌ ছেড়ে গেলেও মরকেল অবশ্য এ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে থেকে যান। সর্বশেষ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। ২০২১ সাল পর্যন্ত স্বীকৃত ক্রিকেট খেলা ৩৯ বছর বয়সী মরকেল সর্বশেষ ২০২৩ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বোলিং কোচ ছিলেন। তবে চুক্তি শেষ হওয়ার কয়েক মাস আগেই সে চাকরি ছেড়ে দেন তিনি।

নতুন মরশুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নানা পরিবর্তন আসছে

আপনজন ডেস্ক: ২০ দলের লিগের এক-চতুর্থাংশ কোচই এবারই প্রথমবার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রিমিয়ার লিগ ক্লাবের। লিভারপুল (আর্নে স্লট), চেলসি (এনজো মারেসকা) ও ব্রাইটন (ফাবিয়ান উরজেলার) নতুন কোচ নিয়োগ দিয়েছে। চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে প্রিমিয়ার লিগে ওঠা দুই ক্লাব সাউদাম্পটন (রাসেল মার্টিন) ও ইপসউইচের (কিয়েরান ম্যাকেনা) কোচেরও প্রিমিয়ার লিগে কোচিংয়ের পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই। প্রধান কোচের পদে পরিবর্তন আছে আরও। ডেভিড ময়েসের জায়গায় ওয়েস্ট হামের কোচ হয়েছেন হুলেন লোপেতেগি। লেস্টারে মারেসকার জায়গা নিয়েছেন স্টিভ কুপার। প্রিমিয়ার লিগে ডাগআউটে এবার অনেক পরিচিত মুখই দেখা যাবে না। সবচেয়ে বড় নামটা অবশ্যই ইয়ুর্গেন ক্লপ।

লিভারপুলকে বদলে দেওয়া জার্মান কোচের জায়গা নেওয়া স্লট কতটা সফল হবেন, কে জানে!

ট্রান্সফারমার্কেট ওয়েবসাইটের হিসাব অনুযায়ী এবার প্রিমিয়ার লিগের ২০ ক্লাব খেলোয়াড় কিনতে যে খরচ করেছে, তা স্পেন, ইতালি ও জার্মানির শীর্ষ লিগের সম্মিলিত খরচের সমান। তবু মনে হচ্ছে দলবদলের এই মৌসুমটায় বড় কিছু ঘটেনি, কেন? প্রধান কারণ অবশ্য আলোড়ন ফেলার কোনো দলবদল হয়নি এখনো। ৮.৩ কোটি ডলারে বোর্নমাউথ থেকে ডমিনিক সোলাঙ্কির টটেনহামে যাওয়াটাই সবচেয়ে খরুচে দলবদল। তবে ৩ থেকে ৭ কোটি ডলারের দলবদল কম হয়নি এবার। আর খেলোয়াড় বেচা-কেনার সময় আছে আরও তিন সপ্তাহ। ধারণা করা হচ্ছে এই সময়ে ম্যানচেস্টার সিটি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুল, আর্সেনাল ও চেলসি বড় কিছু নামকে দলে টানতে মাঠে নামতে পারে। সিটি (সাভিনিও), আর্সেনাল (রিকার্ডো কালাফিওরি), ইউনাইটেড (ডি লিখট) গত কয়েক দিনে নতুন কিছু চুক্তি করেছে।

৩০ আগস্টের ট্রান্সফার ডেডলাইনের আগে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলো ২০০ কোটি ডলারের বেশি খরচ করে ফেললেও অবাক হওয়া কিছু নেই। তবে কিছু খেলোয়াড়কে বেচে দিয়েই লিগের কঠোর আর্থিক-নীতি মানতে হবে ক্লাবগুলোকে। আশা করা হচ্ছে প্রিমিয়ার লিগে এবার অফসাইডের সিদ্ধান্তগুলো আরও দ্রুত হবে। প্রিমিয়ার লিগে এবারই প্রথম দেখা যাবে সেমি-অটোমেটেড অফসাইড প্রযুক্তি। একাধিক ক্যামেরা খেলোয়াড়দের অনুসরণ করবে। অফসাইডের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের শরীরের বিভিন্ন অংশের তথ্য-উপাত্তও সংরক্ষণ করা হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে নিয়ে ত্রিমাত্রিক অফসাইড লাইন আঁকা হবে ও ভিএআর অফিশিয়ালদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

এখন ভিএআরে ম্যানুয়ালি অফসাইডের সিদ্ধান্ত দিতে যে সময় লাগে, তার চেয়ে প্রায় ৩০ সেকেন্ড সময় কম লাগবে সেমি-অটোমেটেড প্রযুক্তিতে।

ম্যাচ অফিশিয়ালরা খেয়াল না করায় সুপার ওভার হয়নি!

আপনজন ডেস্ক: শ্রীলঙ্কা ও ভারতের সিরিজের প্রথম ওয়ানডে টাই হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী সুপার ওভার হওয়ার কথা ছিল। তবে ম্যাচ অফিশিয়ালরা খেয়াল না করায় সেটি হয়নি।

আইসিসির সর্বশেষ প্রকাশিত (২০২৩ সালের ডিসেম্বর) পুরুষদের ওয়ানডের প্লেয়িং কন্ডিশনের ১৬.৩.১.১ ধারা অনুযায়ী, দুই ইনিংস শেষ হওয়ার পর দুই দলের স্কোর সমান হলে (ডিএলএস পদ্ধতি ছাড়া) সুপার ওভার হতে হবে। সুপার ওভারও টাই হলে 'ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি' ব্যতীত সুপার ওভার হতে থাকবে, যতক্ষণ না এক দল জয়ী হয়। আর সুপার ওভার সম্ভব না হলে ম্যাচকে টাই হিসেবে ঘোষণা করা হবে। তবে ইএসপিএনক্রিকইনফো বলছে, সে ম্যাচের অন ফিল্ডের দুই আম্পায়ার জোয়েল উইলসন ও রবীন্দ্র উইমালাসিরি, ম্যাচ রেফারি রঞ্জন মাদুগালে, টেলিভিশন আম্পায়ার পল রাইফেল ও চতুর্থ আম্পায়ার রুচিরা পালিয়াগুরুগে এরপর ভেতরে ভেতরে নিজেদের ভুল স্বীকার করেছেন। অবশ্য এর মাঝে অন্য একটি ব্যাপারও কাজ করে থাকতে পারে। সাধারণত প্লেয়িং কন্ডিশনের কিছু ব্যাপারে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে দুই দলের সমঝোতা হয়। এ কারণেই টাই হওয়ার পরও সুপার ওভার হয়নি কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হতে পারে। তবে প্লেয়িং কন্ডিশন অনুযায়ী, যেকোনো ওয়ানডেতেই টাই হলে এখন সুপার ওভার হতে হবে। ক্রিকইনফো বলছে, মাদুগালে, উইলসন ও উইমালাসিরি তাৎক্ষণিকভাবে সুপার ওভার না খেলানোর নির্দিষ্ট কারণ নিয়ে আলোচনা করেননি। তবে পরবর্তী সময়ে আলোচনার ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নেন, সিরিজে পরবর্তী সময়ে কোনো ম্যাচ টাই হলে সুপার ওভার হবে।

গত ২ আগস্ট কলম্বোয় সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ভারতকে ২৩১ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। জবাবে ৪৭.৫ ওভারে ২৩০ রানেই অলআউট হয়ে যায় ভারত। এর পরপরই আম্পায়াররা স্টাম্পের বেলস তুলে ম্যাচ শেষের সংকেত দেন, খেলোয়াড়েরাও হাত মেলাতে থাকেন। তবে ম্যাচ টাই হওয়ার কথা কি না, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সে প্রশ্ন ঠিকই ওঠে। শ্রীলঙ্কা পরের দুটি ম্যাচ জিতে সিরিজ জেতে ২-০ ব্যবধানে। যেটি ভারতের বিপক্ষে লঙ্কানদের ১৯৯৭ সালের পর প্রথম কোনো দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজ জয়।

সিটির বিরুদ্ধে সব অভিযোগের শুনানি এগিয়ে আনা হচ্ছে

আপনজন ডেস্ক: ম্যানচেস্টার সিটির বিরুদ্ধে আর্থিক নীতিমালা ভঙ্গের ১১৫টি অভিযোগের শুনানি এগিয়ে আনা হচ্ছে। নভেম্বরে শুনানি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও প্রায় দুই মাস এগিয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর কার্যক্রম শুরু করা হতে পারে। শুনানি, রায় এবং সম্ভাব্য আপিল মিলিয়ে চলতি মৌসুমের মধ্যেই বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা করে ফেলতে চায় কর্তৃপক্ষ। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টাইমস, বিবিসি ও ইএসপিএন সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে এ খবর দিয়েছে।

প্রিমিয়ার লিগে সর্বশেষ চারবারের চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি ক্লাবের মালিক সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজপরিবার-সংশ্লিষ্ট 'সিটি ফুটবল গ্রুপ'। নিয়মের বাইরে খেলোয়াড় কেনাবেচাসহ বিভিন্ন অভিযোগে দলটির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয় ২০১৮ সালে। পাঁচ বছরের তদন্ত শেষে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিয়মভঙ্গের ১১৫টি অভিযোগ গঠন করা হয়। ২০০৯-১০ মৌসুম থেকে পরবর্তী ১৪ মৌসুমে বিস্তৃত এই অভিযোগগুলোর মধ্যে ৫৪টি সঠিক তথ্য না দেওয়ার, ১৪টি খেলোয়াড় ও ম্যানেজারদের বেতনের বিস্তারিত তথ্য প্রদানের ব্যর্থতার, ৭টি প্রিমিয়ার লিগের প্রফিট অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি (পিএসআর) লঙ্ঘনের, ৫টি উয়েফার নীতি পরিপালনে ব্যর্থতার এবং ৩৫টি প্রিমিয়ার লিগ তদন্ত দলকে সহযোগিতা করতে ব্যর্থতার।

অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট মৌসুমগুলোতে সিটির পয়েন্ট কর্তন, জরিমানা, এমনকি লিগ থেকে অবনমনের শাস্তিও হতে পারে। ইএসপিএন জানায়, চলতি বছরের শেষ দিকে একটি স্বাধীন ডিসিপ্লিনারি কমিশনে সিটির বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানি শুরুর কথা ভাবা হয়েছিল। তবে সেটি এখন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। এ বিষয়ে বিবিসির ক্রীড়া সম্পাদক ড্যান রোয়ানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রিমিয়ার লিগের প্রধান নির্বাহী রিচার্ড মাস্টার্সের কথায়ও একই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। সর্বশেষ চার আসরে চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলের বিরুদ্ধে যে মামলা, সেটি প্রিমিয়ার লিগের ওপর ছায়া হয়ে আছে কি না, জিজ্ঞেস করলে মাস্টার্স বলেন, 'অনেক বছর হয়ে গেছে এ নিয়ে কাজ চলছে। আমার মনে হয়, এটা এখন পরিষ্কার যে মামলাটা দ্রুতই শুনানি ও রায় হওয়া দরকার।'

যদিও শুনানি শুরুর জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ বলেননি তিনি। ম্যানচেস্টার সিটি অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে নিজেদের পক্ষে 'অকাট্য প্রমাণ' আছে বলে বিবৃতি দিয়েছে। এরই মধ্যে উয়েফার প্রতিযোগিতায় নিষিদ্ধ হওয়ার (২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি) বিরুদ্ধে আইনি লড়াই করে রায় নিজেদের পক্ষে পেয়েছে। এ ছাড়া প্রিমিয়ার লিগের বিরুদ্ধে স্পনসরশিপ চুক্তিতে কড়াকড়ি আরোপ নিয়ে সিটির একটি মামলা চলমানও।

২০২৪-২৫ মৌসুমে সিটি প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ১৮ আগস্ট চেলসির বিপক্ষে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**